

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১২-২০১৩

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১২-২০১৩

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
www.imed.gov.bd



এয়ার ভাইস মার্শাল (অব:) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম
মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রথম বারের মত ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর ভিত্তিতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ/মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রকল্পের, বিশেষ করে, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর দিক-নির্দেশনায় ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (PIB) সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়। অত:পর ১৯৮৪ সালে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ নামে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত করা হয়।

বার্ষিক প্রতিবেদন জনগণের কাছে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আইএমইডি সরকারি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে থাকে। এর ফলে উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সম্পদে দক্ষতা, কার্যকারিতা এবং সমন্বয় বৃদ্ধি পায়। এছাড়া সরকারি ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির (e-GP) ফলপ্রসু প্রয়োগ আইএমইডি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ই-টেন্ডারিং (e-Tendering) এবং ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা (e-Contract Management) একীভূত করে ই-জিপি (e-GP) ব্যবস্থা প্রবর্তন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরণের পদক্ষেপ।

ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রকিউরমেন্ট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর উপর ২০১২-১৩ অর্থ বছরে আইএমইডি'র সিপিটিইউ কর্তৃক Engineering Staff College Bangladesh (ESCB) এবং Bangladesh Institute of Management (BIM) এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য দেশের সকল সরকারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন মডিউলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়েছে। এর ফলে সম্পদের অপচয় রোধ ও উন্নয়ন কার্যক্রমে দুর্নীতি প্রতিরোধে শক্ত ভীত রচিত হবে।

প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে বর্তমান সরকারের গতিশীলতা, উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা এবং জনকল্যাণমূখিতা সম্পর্কে দেশবাসী সম্যক ধারণা লাভে সমর্থ হবেন। আগামী দিনগুলোতে অনুরূপ গতিশীলতায় এ মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

বর্তমান সরকার এর অঙ্গীকার "রূপকল্প : ২০২১" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইএমইডি সহায়ক ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি বিজ্ঞানভিত্তিক ও বৈষম্যহীন সুশীল সমাজ গঠন, সুখী ও সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ কে খন্দকার

এয়ার ভাইস মার্শাল (অব:) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম



মুখবন্ধ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ এবং এ বিভাগের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রথম বারের মতো ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির ভিত্তিতে এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলো।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর মূল দায়িত্ব হলো সরকারী খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। এছাড়াও প্রয়োজনের নিরিখে সরকারি ব্যয়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়ণ করে থাকে। তাছাড়া সরকারি ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির (e-GP) ফলপ্রসু প্রয়োগ আইএমইডি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আইএমইডি প্রকল্পের অনুমোদনকালে অর্থাৎ প্রকল্পের ডিজাইন, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রদান, বাস্তবায়ন পর্যায়ে সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন, ক্ষেত্র বিশেষে নিবিড় পরিবীক্ষণ, মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে আয়োজিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ এবং বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে সরাসরি/আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন এবং তা ফলো-আপ করে থাকে।

২০১২-১৩ অর্থ বছরে আইএমইডি কতৃক পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে ১৪২৩ টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট বরাদ্দ ছিল ৫২,৩৬৬ কোটি টাকা। জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫০,০২৬ কোটি টাকা (৯৬%)। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট ২১৫ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। তাছাড়া ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে সমাপ্ত ২১১ টি প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক চিহ্নিত সমস্যা ও সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে একটি দক্ষ ও গতিশীল সংস্থা হিসেবে আইএমইডি সরকারি খাতে ক্রয় ও ব্যয় ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে সুদুরপ্রসারী ভূমিকা পালন করতে পারে। এ লক্ষ্যে সরকারি নিজস্ব অর্থে আইএমইডির সক্ষমতা বাড়ানোর কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এর আওতায় মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ সংক্রান্ত একটি সমন্বিত নীতি ও গাইডলাইনস (Policy & Guidelines) প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ডিজিটাইজেশন করে On-line ব্যবস্থায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। আশা করা যায়, সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় আগামীতে আইএমইডি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সুশাসন (Good Governance) প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

০৮.১.১৪

মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন
সচিব

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
আইএমইডি'র পটভূমি	১
আইএমইডি'র সাংগঠনিক কাঠামো	১-৩
আইএমইডি'র কাজ	৩
আইএমইডি'র উইং/সেক্টর/ইউনিট -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৪
২০১২-২০১৩ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী	৫-১১
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন দু'টি প্রকল্পের অগ্রগতি	১২-১৩
উপসংহার	১৩
পরিশিষ্ট-১ : ২০১০-১১ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	১৪-২২
পরিশিষ্ট-২ : ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ২২ টি প্রকল্পের নাম এবং প্রভাব মূল্যায়নে প্রাপ্ত সুপারিশ	২৩-২৮
পরিশিষ্ট-৩: ২০১২-১৩ অর্থ বছরে নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত ৭টি প্রকল্পের তালিকা, প্রকল্প ব্যয়, সমীক্ষা বাবদ ব্যয়, মন্তব্য এবং নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত সুপারিশ	২৯-৩৫
পরিশিষ্ট-৪:আইএমইডি'র সেক্টরভিত্তিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিন্যাস ও তাদের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সংখ্যা	৩৬

১। পটভূমি:

স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রকল্পের বিশেষ করে সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (PIB)' সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়। মূলতঃ মালয়েশীয় মডেলে তদকালীন 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (PIB)' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

কর্মপরিধি বৃদ্ধির কারণে ১৯৭৭ সালে পিআইবিকে প্রজেক্ট মনিটরিং ডিভিশন (PMD) নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে উন্নীত করা হয়। অতঃপর ১৯৮৪ সালে 'বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ' নামে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং যা বর্তমানে "আইএমইডি" হিসেবে পরিচিত।

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে পরিচালিত Country Procurement Assessment Report (CPAR) এ বাংলাদেশে সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করে যুগোপযোগী আইন ও বিধি বিধান প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় গৃহীত পিপিআরপি (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্মস প্রকল্প)-এর আওতায় আইএমইডি'তে Central Procurement Technical Unit (CPTU) প্রতিষ্ঠা করা হয়। CPTU প্রথমে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৩ প্রণয়নসহ প্রয়োগের জন্য Implementation Procedures এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস চালু করে। প্রাথমিকভাবে ক্রয় কার্যক্রমে দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, দরদাতাদের প্রতি সম-আচরণ ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ী এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ কার্যকর করা হয়।

২। আইএমইডি'র সাংগঠনিক কাঠামো:

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন বিভাগে একজন সচিবের নেতৃত্বে ১ টি অনুবিভাগ, ৪টি মনিটরিং সেক্টর, ১টি মূল্যায়ন সেক্টর, ১টি সমন্বয় সেক্টর ও ১টি ইউনিটের সমন্বয়ে আইএমইডি গঠিত। অনুবিভাগে ১জন যুগ্ম-সচিব, সেক্টরসমূহে ১জন প্রধান, ৪জন মহাপরিচালক ও ১জন পরিচালক (সমন্বয়) এবং ইউনিটে একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। আইএমইডি-তে ১ম শ্রেণীর ৯২ জন, ২য় শ্রেণীর ৪৪ জন, ৩য় শ্রেণীর ৮৪ জন, ৪র্থ শ্রেণীর ৫০ জন সহ মোট ২৭০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে। অনুবিভাগ, সেক্টর ও ইউনিট ভিত্তিক পদবিন্যাস নিম্নরূপঃ

প্রশাসন অনুবিভাগঃ ১ জন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে ১ জন উপ-সচিব, ২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ২ জন সহকারী সচিব, ১ জন লাইব্রেরীয়ান ও ১ জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার সমন্বয়ে এ অনুবিভাগ গঠিত।

সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টরঃ সচিবের সরাসরি তত্বাবধানে ১ জন পরিচালকের নেতৃত্বে ১ জন উপ-পরিচালক, ১ জন সিস্টেম এনালিস্ট এবং ৩ জন প্রোগ্রামারের সমন্বয়ে এ সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সংস্থান রয়েছে।

শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরঃ এ সেক্টরে ১ জন প্রধান, ৩ জন পরিচালক, ৪ জন উপ-পরিচালক এবং ৫ জন সহকারী পরিচালকের পদ রয়েছে।

কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টরঃ ১ জন মহা-পরিচালকের নেতৃত্বে ৩ জন পরিচালক, ৪ জন উপ-পরিচালক, এবং ৫ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

শিল্প ও শক্তি সেক্টরঃ ১ জন মহা-পরিচালকের নেতৃত্বে ৩ জন পরিচালক, ৪ জন উপ-পরিচালক, এবং ৫ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার সেক্টরঃ ১ জন মহা-পরিচালকের নেতৃত্বে ২ জন পরিচালক, ৩ জন উপ-পরিচালক এবং ৩ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

মূল্যায়ন সেক্টরঃ ১ জন মহা-পরিচালকের নেতৃত্বে ২ জন পরিচালক, ৩ জন উপ-পরিচালক, ৭ জন সহকারী পরিচালক, ১ জন প্রোগ্রামার, ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং ৮ জন মূল্যায়ন কর্মকর্তার সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

সিপিটিইউঃ ১ জন মহা-পরিচালকের নেতৃত্বে ২ জন পরিচালক, ২ জন উপ-পরিচালক, ১ জন সহকারী পরিচালক ১ জন ট্রেনিং কোর্ডিনেটর, ১ জন সিস্টেম এনালিস্ট, ১ জন প্রোগ্রামার, ১ জন সহকারী প্রোগ্রামার এর সমন্বয়ে এ ইউনিট গঠিত।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ৩০/০৬/২০১৩খ্রিঃ তারিখে পদ ভিত্তিক অনুমোদিত, পূরণকৃত ও শূন্য পদের বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য পদ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১.	সচিব	১	১	০
২.	প্রধান	১	১	০
৩.	যুগ্ম-সচিব	১	১	০
৪.	মহা-পরিচালক	৫	৫	০
৫.	উপ-সচিব	১	১	০
৬.	পরিচালক	১৭	১৭	০
৭.	সিষ্টেম এনালিষ্ট	১	১	০
৮.	সিনিয়র/সহকারী সচিব	৩	৩	০
৯.	উপ-পরিচালক	২৩	১১	১২
১০.	প্রোগ্রামার	৩	৩	০
১১.	ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর	১	১	০
১২.	সহকারী প্রোগ্রামার	১	১	০
১৩.	সহকারী পরিচালক	৩০	২৬	৪
১৪.	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	১	১	০
১৫.	সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
১৬.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	২	০	২
মোট ১ম শ্রেণী কর্মকর্তা		**৯২**	**৭৪**	**১৮**
১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৭	৬	১
২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৫	১৫	১০
৩.	লাইব্রেরীয়ান	১	১	০
৪.	মূল্যায়ন কর্মকর্তা	৮	১	৭
৫.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার	৩	২	১
মোট ২য় শ্রেণী কর্মকর্তা		**৪৪**	**২৫**	**১৯**
১.	হিসাব রক্ষক	১	০	১
২.	সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর	২	২	০
৩.	সহকারী হিসাব রক্ষক	১	১	০
৪.	কম্পিউটার অপারেটর	৮	৭	১
৫.	ড্রাফটসম্যান	২	২	০
৬.	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কঃ অপাঃ	৩	৩	০
৭.	ক্যাশিয়ার	২	২	০

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য পদ
৮.	অফিস সহকারী কাম কঃমুদ্রাঃ	২৭	১৯	৮
৯.	ফ্যাক্স/টেলেক্স অপারেটর	১	১	০
১০.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	২৬	২৫	১
১১.	ড্রাইভার	৫	৪	১
১২.	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	৩	৩	০
১৩.	ফটোকপি মেশিন অপারেটর	২	২	০
১৪.	ক্যাশ সরকার	১	১	০
মোট ৩য় শ্রেণী		৮৪	৭২	১২
১.	এম এল এস এস	৫০	৪৭	৩
মোট ৪র্থ শ্রেণী		৫০	৪৭	৩
সর্বমোট অনুমোদিত পদ		২৭০	২১৮	৫২

৩। আইএমইডি'র কাজ :

রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর অ্যালোকেশন অব বিজনেস (অনুচ্ছেদ ৩২ (C)) অনুযায়ী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যাবলী নিম্নরূপ :

১. এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

২. প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যসংগ্রহ এবং সংকলন(Compilation)-এর মাধ্যমে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এনইসি, একনেক মন্ত্রণালয়সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জন্য ত্রৈমাসিক, বার্ষিক এবং সাময়িক প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ এবং পরামর্শ সেবা প্রদান;

৪. স্পট ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা জানার জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন;

৫. প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬. প্রয়োজনের আলোকে, প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পেশ;

৭. সিপিটিইউ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;

৮. পিপিএ, ০৬ এবং পিপিআর, ০৮ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি ; এবং

৯. সময়ে সময়ে প্রধানমন্ত্রী/পরিকল্পনা মন্ত্রী/জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য বিষয়াদি।

আইএমইডি প্রকল্পের প্রাক-অনুমোদন পর্যায়, বাস্তবায়ন পর্যায় এবং বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পের প্রাক অনুমোদন পর্যায়ে পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র সভায় অংশগ্রহণ করে বিনিয়োগের যথার্থতা, একই এলাকার অনুরূপ প্রকল্পের সাথে Overlapping, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ, প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং পর্যায়ক্রমিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পর্যায়ের মূল্যায়ন অভিজ্ঞতা ইত্যাদি উপস্থাপন করে থাকে।

অপরদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন, মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রি/সচিব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, টেন্ডার বাস্তবায়ন, জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তথা প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি বেগবান হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে সমাপ্তি মূল্যায়ন ও নির্বাচিত কিছু সংখ্যক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে বাস্তবায়নকালীন উদ্ভূত সমস্যা এবং প্রকল্পের আউটপুটকে টেকসই করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে থাকে।

৪। আইএমইডি'র উইং/সেক্টর/ইউনিট -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

শ্রম বিভাজনের জন্য এ বিভাগের অর্গানোগ্রামে ১টি উইং, ৬টি সেক্টর ও ১টি ইউনিট রয়েছে।

প্রশাসন উইং:

এ বিভাগের জন্য অনুমোদিত মোট ২৭০টি পদের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম এ উইং এর একজন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর:

সচিবের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একজন পরিচালকের নেতৃত্বে সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ সেক্টর প্রকল্প কর্মসূচির বাস্তবায়নকালে ও বাস্তবায়ন শেষে আইএমইডি বিভিন্ন ছকের (আইএমইডি/২০০৩ ফরম ০১, ০২, ০৩, ০৪ ও ০৫) মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে। প্রতিবছর এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রায় ১২০০-১৫০০ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য বিভাগের ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করে। অতঃপর মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন একনেক ও এনইসি সভায় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। এসব প্রতিবেদনে এডিপির অগ্রগতির (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক, সেক্টর ভিত্তিক, প্রকল্প ভিত্তিক) তথ্য সন্নিবেশিত থাকে। তাছাড়া এ সেক্টর থেকে জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালীন বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর এবং স্থায়ী কমিটির (যেমন- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদের প্রতিশ্রুতি কমিটি) চাহিদা মাফিক নিয়মিত কার্যপত্র প্রণয়ন করে উপস্থাপন করা হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এ দু'টি কমিটি প্রায় ৩০টি সভা আইএমইডি'র কার্যপত্রের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়।

মনিটরিং সেক্টরসমূহ:

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত চলমান (Ongoing) প্রকল্পসমূহের মনিটরিং এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মূল্যায়নের জন্য মোট ৪টি মূল (Substantive) মনিটরিং সেক্টর রয়েছে। সেক্টরগুলো নিম্নরূপঃ

১। শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর

২। কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর

৩। শিল্প ও শক্তি সেক্টর

৪। যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার সেক্টর

প্রধান (Chief)/মহাপরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তার নেতৃত্বে উল্লিখিত মনিটরিং সেক্টরসমূহের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি সেক্টরে প্রধান/মহাপরিচালকের অধীনে একাধিক সাব-সেক্টর রয়েছে। উক্ত সাব-সেক্টরসমূহে পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকগণ মনিটরিং ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। উন্নয়ন প্রকল্পের মনিটরিং ও সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে আইএমইডি'র মূল সেক্টরগুলোর সাথে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেক্টরভিত্তিক বিন্যাস ও তাদের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসংখ্যা পরিশিষ্ট-৪ এ প্রদান করা হলো।

মূল্যায়ন সেক্টর:

একজন মহাপরিচালকের নের্তৃত্বে এ সেক্টরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৯২ সালের Population Development Evaluation Unit (PDEU) আইএমইডি'র সাথে সংযুক্ত হয়ে মূল্যায়ন ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই বা ততোধিক বছর আগে সমাপ্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত কিছু সংখ্যক প্রকল্পের প্রভাব এ সেক্টরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এ বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নযোগ্য প্রকল্প নির্বাচনের পর মূল্যায়ন সেক্টরে কর্মরত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক এবং পরামর্শক নিয়োগ প্রদান করে তাঁদের মাধ্যমে উক্ত প্রকল্পসমূহের প্রভাব মূল্যায়নের কাজ সম্পাদিত হয়।

সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ):

একজন মহাপরিচালকের নের্তৃত্বে এ সেক্টরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পিপিআরপি প্রকল্পের আওতায় আইএমইডি'র অধীনে সিপিটিইউ ১৩ই মে ২০০২ সালে স্থাপন করা হয়। এ ইউনিট থেকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধি, আদর্শ দরপত্র/প্রস্তাব দলিল (STD), দরপত্র/দর প্রস্তাব মূল্যায়নের বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া নিরূপণ, মডেল কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্টসহ বিভিন্ন গাইডলাইন প্রনয়ণ করা হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও উহার অধীনস্ত দপ্তর ও সংস্থা সমূহকে জারীকৃত বিধি-বিধান অনুসরণে ক্রয়কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৫। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী :

(ক) প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ে আইএমইডি'র ভূমিকা:

পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত প্রায় তিন শতাধিক PEC সভায় আইএমইডি প্রতিনিধিত্ব করেছে। এসব সভায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং Procurment Plan এর উপর আইএমইডি মতামত দিয়ে থাকে। তাছাড়া পূর্ববর্তী পর্যায়ের মূল্যায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে উন্নততর পরিকল্পনার জন্য মতামত দিয়ে থাকে। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মনিটরিং প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রায় ৩০০টি প্রকল্প পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করেছে। এসব সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশেষ করে ভূমি অধিগ্রহণ, Public Procurment, পরামর্শক/জনবল নিয়োগ, অবকাঠামো নির্মাণ, প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে থাকে।

(খ) প্রকল্প পরিদর্শন:

মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প পরিদর্শন আইএমইডি'র একটি নিয়মিত কাজ। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বছরের শুরুতেই একটি কর্মপরিকল্পনা সচিবের নিকট থেকে অনুমোদন নেয়া হয়। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, শ্লথ গতিসম্পন্ন প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকল্পের স্পট, কাজের মান এবং অগ্রগতি সম্পর্কে একটি বাস্তব ধারণা পাওয়া যায়।

২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-জুন/২০১৩ অত্র বিভাগের কর্মকর্তাগণের পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল মোট ১২০১টি যার বিপরীতে পরিদর্শন করা হয়েছে ১১৭৮টি (৯৮%)। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে ৮১৩ (৯৫%)টি।

(গ) প্রকল্প মূল্যায়ন:

আইএমইডি সমাপ্ত সকল প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন (Terminal Evaluation) প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। গড়ে প্রতি বছর প্রায় ২৫০-৩০০ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২১৫টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন (PCR) সংগ্রহের কাজও এগিয়ে চলছে। ২০১০-২০১১ অর্থবছরে সমাপ্ত ২১১টি (পরিশিষ্ট-১) প্রকল্পের 'সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন' বই আকারে প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঘ) সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation) :

আইএমইডি কতৃর্ক বাস্তবায়িত প্রকল্প/কমর্সূচীর ফলাফল (Output) এবং ফলাফলের সমন্বয়ে অর্জিত স্বল্প মেয়াদী সুফল (Outcome) এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যভুক্ত সুবিধাভোগী ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপর দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব ইত্যাদি নিরুপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত কিছু সংখ্যক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব আইএমইডি কতৃর্ক মূল্যায়ন করা হয়। প্রভাব মূল্যায়ন একটি গবেষণাধর্মী সমীক্ষা। সাধারনত অর্থনৈতিক নীতি ও অগ্রাধিকার এবং মূল্যায়নের জন্য প্রাপ্ত বরাদ্দের বিবেচনায় আইএমইডি'র সচিব এর নেতৃত্বে বিদ্যমান একটি কমিটি কতৃর্ক প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রতিবছর কিছু সংখ্যক সমাপ্ত প্রকল্প বাছাই করা হয়। নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের কলেবর, সমাপ্তির পর্যায় এবং প্রভাব মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য/উপাত্তের সহজলভ্যতার বিবেচনায় মূল্যায়ন কাজ সম্পাদনের জন্য পরামশর্ক ফার্ম নিয়োগ অথবা নিজস্ব জনবল দ্বারা প্রভাব মূল্যায়নের কাজ করা হয়।



চিত্র : ২০১২-১৩ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ২২টি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ণ সম্পর্কিত ৮ দিনব্যাপী কর্মশালা [বাম হতে ডানে সচিব (আইএমইডি), মাননীয় মন্ত্রী (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), মাননীয় প্রতিমন্ত্রী (বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়), সচিব (নির্বাচন কমিশন সচিবালয়), সচিব (পরিকল্পনা বিভাগ)]



চিত্র : ২০১২-১৩ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ২২টি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ণ সম্পর্কিত ৮ দিনব্যাপী কর্মশালার অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য সাধারনত: বুদ্ধিভিত্তিক ও পেশাগত সেবা গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট বাজেটের ভিত্তিতে (FBS) পরামশর্ক ফার্ম নিয়োগ করা হয়। এজন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী যাবতীয় পদক্ষেপ অর্থাৎ প্রাপ্ত EOI মূল্যায়ন, সংক্ষিপ্ত তালিকাকরন, কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়ন, নেগোশিয়েশন এবং Award প্রদানের সুপারিশ গ্রহণ করে অনুমোদনকারী কতৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়। অত:পর নিয়োজিত পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক স্টাডি ডিজাইন প্রনয়ন করে ইনসেপশন রিপোর্টসহ স্টিয়ারিং কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হয়। সমীক্ষার জন্য Baseline Survey Data, অন্তর্বর্তী মূল্যায়ন, সমাপ্তি মূল্যায়ন (PCR) ও অন্যান্য তথ্যের সহজলভ্যতার ভিত্তিতে স্টাডি ডিজাইন নির্ধারণ করা হয়।

সাধারণতঃ বেইজ লাইন সার্ভের অনুপস্থিতিতে Control Group Post Test Only-ডিজাইন পদ্ধতির স্টাডি ডিজাইন গ্রহণ করা হয়। অত:পর Random Sampling এর ভিত্তিতে মাঠ পযার্য়ের স্টেকহোল্ডারগণ এর নিকট থেকে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ পূর্বক তার যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে খসড়া প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। প্রতিটি মূল্যায়নের ভিত্তিতে গঠিত Technical Committee কতৃর্ক খসড়া প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করা হয় অত:পর বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন/আইএমইডি/ইআরডি/দাতা সংস্থা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/দপ্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে আয়োজিত ওয়াকর্শপ/সেমিনারের মাধ্যমে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়। প্রতিবেদনে গৃহীত সুপারিশ/লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর মূল্যায়ন সেক্টর থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত প্রকল্প সমূহের প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রভাব মূল্যায়ন একটি গবেষণামূলক কাজ বিধায় এ কাজ যথেষ্ট সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই করা হয়, যার মধ্যে নিজস্ব জনবল দ্বারা ১৪ টি এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ৮ টি প্রকল্প। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে নির্ধারিত যে ২২টি প্রকল্পের মূল্যায়ন করা হয়েছে তাদের নাম এবং প্রভাব মূল্যায়নে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ পরিশিষ্ট-২ -এ দেয়া হয়।



চিত্র : ২০১২-১৩ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

(ঙ) নিবিড় (In-depth) পরিবীক্ষণ:

সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে রাজস্ব খাতে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর মনিটরিং সেক্টর সমূহের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা করা হয়। এ উদ্দেশ্যে প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিষয়াদি বিবেচনায় রাখা হয়:

(ক) প্রকল্পটি কারিগরি/আর্থসামাজিক বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ।

(খ) প্রকল্পটি এডিপিভুক্ত চলতি বিনিয়োগ প্রকল্প (বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুত্ব বিবেচনায় চলতি কারিগরি প্রকল্প হতে পারে) এবং এর বাস্তবায়নকাল অন্যূন ২(দুই) বছর অবশিষ্ট।

গ) প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৪০%।

আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে সাধারণভাবে ব্যক্তি পরামর্শক বা পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ করা হয়। পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইন এবং বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮) অনুসরন করা হয়। নিয়মিত পরিবীক্ষণ কাজে নিয়োগকৃত ব্যক্তি পরামর্শক/ফার্মকে

ক) নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনার জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কাজের পরিমান ও গুনগত মান সম্পর্কে সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণ ও তার আলোকে প্রয়োজনীয় মতামত/সুপারিশ প্রদান;

খ) প্রকল্পের আংশিক কাজ বাস্তবায়নের পর সুফল সৃষ্টি হয়েছে কিনা কিংবা প্রকল্পটি পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়িত হলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সুফল অর্জন করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে মাঠ পর্যায় হতে প্রাইমারী ডাটা সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান;

গ) প্রকল্পের ক্রয় কার্য সম্পাদনে বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইন এবং বিধিমালা যথাযথ অনুসরন করা হচ্ছে কিনা তা অনুসন্ধানসহ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

২০১২-১৩ অর্থ বছরে আউট-সোর্সিং-এর মাধ্যমে ৭টি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত ৭টি প্রকল্পের তালিকা, প্রকল্প ব্যয়, সমীক্ষা বাবদ ব্যয়, মন্তব্য এবং সুপারিশ পরিশিষ্ট-৩ -এ দেখা যেতে পারে।

(চ) ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপি পর্যালোচনাঃ

আইএমইডি কর্তৃক প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা করে সুপারিশ সহ বিস্তারিত প্রতিবেদন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। গত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপি পর্যালোচনা করে তা গত ২০/০৩/২০১৩ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। NEC সভায় উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন ও শতভাগ এডিপি বাস্তবায়নে অন্তরায়সমূহ ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়ঃ

ক্রমিক নং	অন্তরায়সমূহ	সুপারিশমালা
১)	প্রকল্প প্রণয়নকালে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থপ্রাপ্তি ও বাস্তবায়নের সামর্থ্য বিবেচনা না করে প্রকল্প গ্রহণ করা।	নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পরবর্তী বছরসমূহে প্রকল্প বাস্তবায়নের সামর্থ্য বিবেচনা করে প্রকল্পের সংখ্যা ও পরিধি এবং সরকারের আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করে ডিপিপি'তে বছরভিত্তিক অর্থের সংস্থান নির্ধারণ করা।
২)	Critical Path অনুসরণ করে প্রকল্পের বাস্তবভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুসরণ করা হয়না।	Critical Path অনুসরণ করে প্রকল্পের বাস্তবভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুসরণ করতে হবে।
৩)	প্রকল্প পরিচালক, সংস্থা, মন্ত্রণালয়/বিভাগ ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে এডিপি ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয় না।	প্রকল্প পরিচালক, সংস্থা, মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে এডিপি ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করে পর্যালোচনার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪)	এডিপি বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রণীত বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য, কার্য ও সেবা) নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হয় না।	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রকল্পের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনাপূর্বক তা প্রয়োজনে হালনাগাদ করতে হবে এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৫)	কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকালে আবহাওয়া ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিষয় বিবেচনা না করা।	কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকালে ঋতুবৈচিত্র, আবহাওয়া ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিষয় বিবেচনা করে বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
৬)	গুরুত্বপূর্ণ/অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্ণকালীণ প্রকল্প পরিচালক না থাকায় একাধিক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও মনোযোগ প্রদান করতে পারেন না। এবং ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী।	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর নেতৃত্বে বিদ্যমান কমিটির সুপারিশ/অনাপত্তি গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
৭)	যে সকল প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হয়, সে সকল প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের সময় বিবেচনা করে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা হয় না।	প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের সময় বিবেচনা করে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করতে হবে।
৮)	ভূমি অধিগ্রহণের প্রচলিত আইনসমূহ মেনে ভুমি অধিগ্রহণ করতে যথেষ্ট সময় ক্ষেপণ ও ভূমি অধিগ্রহণজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ কম মূল্য পরিশোধ করা। সরকারী ও বৈদেশিক সাহায্যে বাস্তবায়িত অর্থে প্রকল্পের ক্ষেত্রে দ্বৈত নীতি উল্লেখযোগ্য।	ভূমি অধিগ্রহণের প্রচলিত আইনের সংশোধন করা যেতে পারে। ভূমি অধিগ্রহণজণিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, দ্বৈত নীতি পরিহার করা এবং ভূমির ব্যবহার হ্রাসের লক্ষ্যে উর্দ্ধমূখী সমপ্রসারণ নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক্রমিক নং	অন্তরায়সমূহ	সুপারিশমালা
৯)	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জনবল অর্থ বিভাগের একটি কমিটির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক জনবল নির্ধারণের পর পিইসি সভায় প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, পিইসির সুপারিশ ও জনবল কমিটির সিদ্ধান্তে সমন্বয় থাকে না।	প্রকল্পের জনবল কাঠামো নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে অধিকতর সমন্বয় প্রয়োজন।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রনয়ণ প্রক্রিয়াধীন আছে। নিম্নে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও সার্বিক এডিপি অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য দেয়া হলো:

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ			ব্যয়		
		মোট	টাকা	প্র: সাহায্য	মোট (%)	টাকা	প্র: বরাদ্দ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০১২-১৩	১৪২৩	৫২৩৬৬	৩৩৮৬৬	১৮৫০০	৫০০২৬ (৯৬%)	৩৩২১৭ (৯৮%)	১৬৮০৯ (৯১%)

(ছ) প্রশাসনিক কার্যক্রম:

আইএমইডি'র প্রশাসন অনুবিভাগ কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী (৩য় শ্রেণীর ১৩ জন, ২য় শ্রেণীর ০৪ জন, ১ম শ্রেণীর ০১ জন) নিয়োগ; ০৩ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীকে ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি এবং এ বিভাগের ৫১৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ০১টি নতুন জীপ গাড়ি ক্রয় এবং এ বিভাগের অভ্যন্তরীণ দাপ্তরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে ১১০ লাইন বিশিষ্ট ডিজিটাল ইন্টারকম সিস্টেম সংস্কার করা হয়েছে।

(জ) সভা :

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে অত্র বিভাগে ১১টি মাসিক সমন্বয় সভা ও ১১টি এডিপি পর্যালোচনা সভা, ৮টি আন্ত:সেক্টর ভিত্তিক ফলো-আপ সভা, সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২টি ত্রৈমাসিক ভিত্তিক ফলো-আপ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঝ) ই-জিপি সংক্রান্ত :

সরকারি ক্রয়কার্যে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২ জুন, ২০১১ তারিখে জাতীয় ই-জিপি পোর্টাল (www.eprocure.gob.bd) উদ্বোধনের মাধ্যমে অন-লাইন পদ্ধতিতে টেন্ডার প্রক্রিয়াকরনের জন্য ই-জিপি [Electronic Government Procurement (e-GP)] পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-টেন্ডারিং (e-Tendering) এবং ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা (e-Contract management) একীভূত করে ই-জিপি (Integrated e-GP) ব্যবস্থা প্রবর্তন ডিজিটাল বংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরণের পদক্ষেপ।

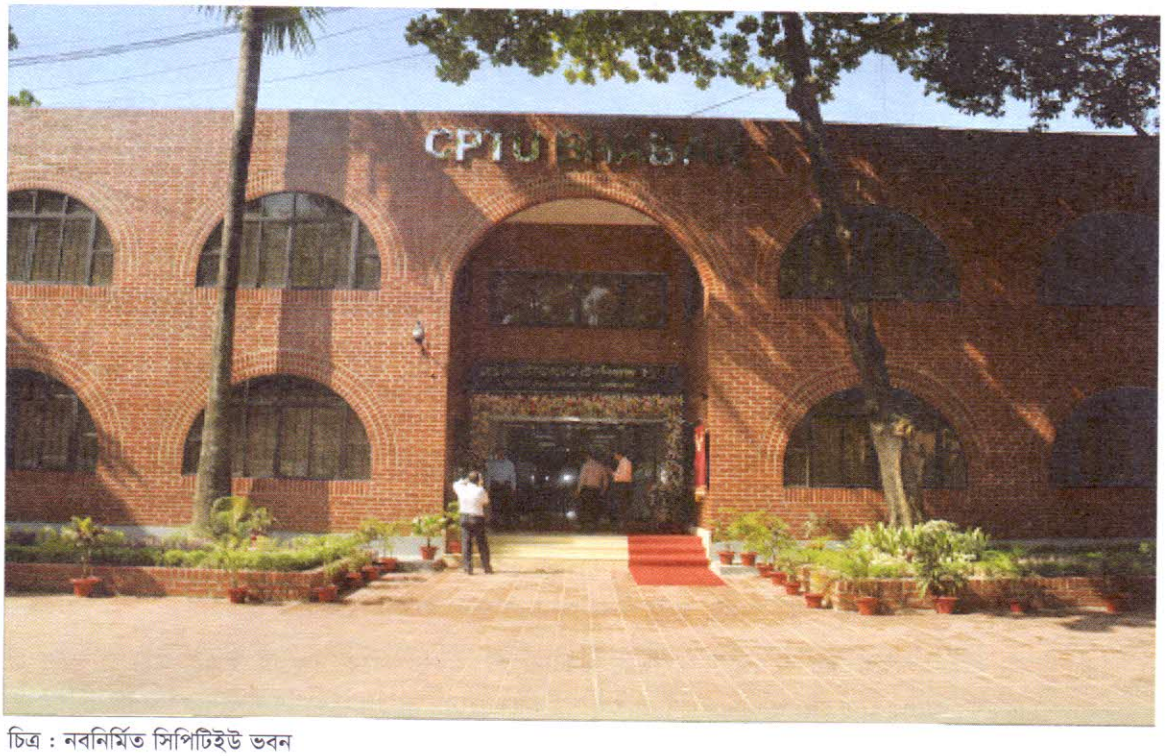

চিত্র : নবনির্মিত সিপিটিইউ ভবন

প্রাথমিক পর্যায়ে চারটি সরকারি সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের দপ্তরে সরকারি ক্রয়ে পাইলট ভিত্তিতে ই-জিপি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে ৭টি মন্ত্রণালয়ের ১৯টি সংস্থার (সেতু কর্তৃপক্ষ, বিবিএস, বিপিসি, বিপিডিপি, বিডব্লিউডিবি, ডিপিএইচই, ডেসকো, ডিপিডিসি, আইএমইডি, ডিসিসি দক্ষিণ, ঢাকা ওয়াসা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জিটিসিএল, এলজিইডি, পিজিসিবি, পিডব্লিউডি, রাজউক, আরএইচডি, আরইবি) ৯৫০টি সরকারি কার্যালয়ে ই-জিপি পোর্টালের মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ই-জিপি সিস্টেমটি ডাচ-বাংলা ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক পেমেন্ট গেটওয়ের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে ঠিকাদারগণ অন-লাইনে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে টাকা জমা দিতে পারছে।

ই-জিপি চালুর ফলে বর্তমানে ঘরে বসে টেন্ডার ডকুমেন্ট জমা দেয়া যাচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন চুক্তি ব্যবস্থাপনা, ই-পেমেন্টসহ আরো অনেক কাজ স্বল্প সময়ে, সহজে ও সম্মিলিতভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া অনেক বেশী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি দরপত্র জমাদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে। অন-লাইনে টেন্ডার দাখিল এই সুবিধা প্রবর্তনের ফলে দরপত্রদাতাগণ ভয়-ভীতি ও ঝামেলা মুক্ত পরিবেশে দরপত্র জমা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও অন-লাইনে PROMIS (Procurement Management Information System) এর মাধ্যমে সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণকৃত দরপত্রসমূহে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-বিধান যথাযথ প্রতিপালন হচ্ছে কি না তাও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে ৪৮০২ জন দরদাতা ই-জিপি সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়েছেন, ১০টি ব্যাংকের ৩৭৬টি শাখা ই-জিপি সিস্টেমের মাধ্যমে সারাদেশে দরপত্র সংক্রান্ত ফি ও সিকিউরিটি (টেন্ডার সিকিউরিটি ও পারফরমেন্স সিকিউরিটি) গ্রহণ করছে। এই পর্যন্ত ১৫৭৬টি টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪১৮টি চুক্তি ইতোমধ্যে অন-লাইনে প্রক্রিয়াকরণ সমাপ্ত হয়েছে।

(ঞ) বিবিধ :

নবম জাতীয় সংসদের ফ্লোরে মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটি কর্তৃক ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত প্রায় ২৫টি সভায় আইএমইডি কর্তৃক কার্যপত্র নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। এ কার্যপত্রের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত সভার ফলে, উন্নয়ন প্রকল্পের আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে এবং জনগণ অধিককারে উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে। এছাড়া পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায়ও নিয়মিতভাবে চাহিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।

৬। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন দু'টি প্রকল্পের অগ্রগতি :

৬.১ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট (PPRP-II) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নসহ নিয়মিত কার্যক্রম সম্পাদনকালে বিভিন্ন পণ্য, সেবা বা কার্য ক্রয়ের প্রয়োজন হয়। এসব সরকারী ক্রয়ে কর্মদক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত চারটি কম্পোনেন্ট এর সমন্বয়ে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট(২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে:

1. Furthering policy reform and institutionalizing capacity development
2. Strengthening procurement management at sectoral level of IMED & CPTU
3. Introducing e-Government Procurement (e-GP)
4. Communication, behavioral changes and social accountability.

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:

১) ২০ (বিশ) টি অবশিষ্ট স্টান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্ট (STD) সহ অন্যান্য ডকুমেন্ট যেমন: মূল্যায়ন নোট বিধিমালার অনুবাদ, ভার্সন ইত্যাদি এর জন্য নির্দেশিকা প্রনয়ণ, হালনাগাদকরন এবং প্রকিউরমেন্ট রিভিউ;

২) ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট এর আওতায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থাপনাকে দক্ষতর করার জন্য প্রশিক্ষণ চাহিদার আলোকে কর্মকর্তাদের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের আয়োজনের সুযোগ সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা;

৩) সিপিটিউ এবং আইএমইডি'র সেক্টর পর্যায়ের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা।

৪) চারটি প্রধান এজেন্সি সহ e-Government Procurement (e-GP) কার্যক্রমকে দেশব্যাপী ব্যাপকহারে সম্প্রসারণ করা যাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে উক্ত চারটি এজেন্সির সকল কার্যক্রম ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়;

৫) পিপিআরপি -২ এর ১ম সংশোধণীর আওতায় পাইলট ই-জিপির ডেভেলপমেন্ট টেস্টিং এবং কমিশনিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ৭ টি এজেন্সি ই-জিপি অনুসরণ করছে এবং আরও ১৪ টি এজেন্সিকে ই-জিপির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে)।

৬) ষ্টেকহোল্ডারদের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে সম্পৃক্ত করা এবং প্রকিউরমেন্ট এনটিটি সমূহকে সমাজের নিকট দায়বদ্ধ করা। (মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পাবলিক, প্রাইভেট ষ্টেকহোল্ডার কমিটির দিক-নির্দেশনায় এ কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়।)

৭) ঠিকাদার সরবরাহকারী এবং পরামর্শকদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি ডাটাবেইজ প্রণয়ন।

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সিপিটিইউ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির টিপিপি ০৪ জুন ২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২য় সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭৩৬৯.৮৯ লক্ষ টাকা, যা মূল টিপিপি অনুযায়ী ছিল ১৯০৯২.০০ লক্ষ টাকা। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩৬৩৭.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয় দাঁড়ায় ৩৩২৫.৫০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের প্রায় ৯২%।

৬.২ স্ট্রেংদেনিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ক্যাপাবিলিটিজ অব আইএমইডি (এসএমইসিআই) :

উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পটির প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

১) তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শনে আইএমইডি'র নিজস্ব যানবাহন সুবিধা সৃষ্টি করা এবং নিরপেক্ষ ও তরিত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

২) অন্যান্য লজিষ্টিক সুবিধাদি (আইটি যন্ত্রপাতি, ল্যান, ইন্টারনেট ইত্যাদিসহ) নিশ্চিত করা

৩) মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহ থেকে ইলেকট্রনিক উপায়ে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা;

৪) রেজাল্ট বেইজড মনিটরিং (RBM) চালুর লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত 'স্ট্রেটেজিক প্ল্যান (এসপি-২০০৮)' বাস্তবায়ন শুরু করা;

৫) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম অধিকতর কার্যকরভাবে চালুর লক্ষ্যে মনিটরিং ও মূল্যায়নের উপর সেক্টর ভিত্তিক ম্যানুয়াল তৈরি করা;

৬) মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশ-বিদেশে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

৭) পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে আর্থিক, বাস্তব অগ্রগতি তথ্যের পাশাপাশি প্রকল্পে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণাগুণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য BUET/ BCSIR এর সাথে চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করা।

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে আইএমইডি'র ভূমিকার গুরুত্ব বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৯/০৭/২০০৯ তারিখের অনুশাসনের ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গত ০৩/০৮/২০০৯ তারিখে আইএমইডিকে শক্তিশালীকরণের জন্য একটি নির্দেশনা জারি করে। উক্ত নির্দেশনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করা হয়ঃ

"বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধারায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বিশেষ অবদান রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ফলপ্রসু ও কার্যকর করার সাথে এবং যথাযথ প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED)- এর কার্যক্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিদর্শন ও মূল্যায়ন কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর ও যুগোপযোগী করার নিমিত্ত IMED- এর কার্যক্রম, বাস্তবায়ন কৌশল, বিজ্ঞানভিত্তিক, আধুনিক ও বাস্তবসম্মত হওয়া একান্ত প্রয়োজন"।

উক্ত অনুশাসন ও নির্দেশনার প্রেক্ষিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে স্ট্রেংদেনিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ক্যাপাবিলিটিজ অব আইএমইডি (এসএমইসিআই) শীর্ষক প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রনয়ণ করা হয়। প্রকল্পটি গত ২৪/০১/২০১৩ তারিখে ৭০৯১.০০লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৫৩২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় তন্মধ্যে জুন ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে মোট ব্যয় হয় ৪৭২.০০ লক্ষ টাকা, যা সংশোধিত বরাদ্দের ৮৯%। উক্ত অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প মনিটরিংয়ের জন্য ৬টি জীপ সংগ্রহ, ৩৫টি কম্পিউটার, ৩৫টি প্রিন্টারসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিদর্শন ও মূল্যায়ন কাজে এ জীপ ব্যবহার করা হবে। এতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের হার বৃদ্ধি পাবে এবং অধিকতর নিরপেক্ষ মতামত পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

৭। উপসংহারঃ

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য মোতাবেক সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা, ই-জিপি সম্প্রসারণ, মনিটরিং ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রেজাল্ট-বেইজড ম্যানেজমেন্টের প্রয়োগ, প্রকল্প বাস্তবায়নের তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ এবং মনিটরিং কর্মকর্তাদের লজিষ্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধির উদ্যোগ বাস্তবায়নাধীন আছে। সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক টেন্ডারিং বাস্তবায়ন এবং নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা বলবৎ করার ফলে উন্নয়ন খাতে সম্পদের অপচয় এবং দুর্নীতি দূর করার মজবুত ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়ন, পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ, আইসিটি তথা ইন্টারনেট, টেলিফোন-এর উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার ব্যবস্থা ও মানবাধিকার পরিস্থিতির সূচকসমূহের অর্জন বেগবান হয়েছে। এসব উন্নয়নের সুফল জনগণ অধিক হারে পাচ্ছেন।

২০১০-২০১১ অর্থবছরে সমাপ্ত ২১১টি প্রকল্পের নাম ও তালিকা

আইন ও বিচার বিভাগ

১. ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব জুডিসিয়াল এডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)

২. অতিরিক্ত ৮০টি উপজেলায় গুটি ইউরিয়া প্রযুক্তি সম্প্রসারণ

৩. কৃষি প্রকৌশল প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি

৪. পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, বগুড়া ও মানিকগঞ্জ জেলায় সমন্বিত কৃষি খামার উন্নয়ন

৫. কমলা উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

৬. গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে সুযোগ সুবিধাদি আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালীকরণ

৭. উন্নত ক্ষুদ্রসেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মঙ্গাপীড়িত এলাকায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাইলট প্রকল্প

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

৮. কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজ উৎপাদন

৯. বরেন্দ্র এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়নকল্পে বনায়ন

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

১০. রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব হাইব্রিড রাইস ইন বাংলাদেশ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)

১১. কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর (এটিটি)

খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য অধিদপ্তর

১২. স্ট্রেংদেনিং দ্যা গর্ভমেন্টস ক্যাপাসিটি ফর ইমপ্রুভিং ফুড সিকিউরিটি

১৩. ক্ষতিগ্রস্থ খাদ্যগুদাম ও সহায়ক অবকাঠামো পুন:নির্মাণ

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

১৪. জ্বালানী সাশ্রয়ী ইট, ব্লক তৈরীর সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ঢাকা শহরের অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমীক্ষা

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১৫. প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান অব কক্সবাজার টাউন এন্ড সী-বীচ আপ টু টেকনাফ

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

১৬. ঢাকা ট্রাংক রোড হতে বায়েজিদ বোস্তামী রোড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ

১৭. সাগরিকা রোডের সম্প্রসারণ ও সম্প্রসারণ উন্নয়ন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বাংলাদশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমী

১৮. ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এডমিনিস্ট্রেশন একাডেমী

বাংলাদেশে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি

১৯. এক্সটেনশন অব অবসর ভবন ফর কনস্ট্রাকশন অব এ হসপিটাল এন্ড অফিস বিল্ডিং

বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

২০. এনহ্যান্সিং ক্যাপাসিটি অব পাবলিক সার্ভিস ট্রেইনিং ইন বাংলাদেশ

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিসট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

২১. সিস্টেম লস রিডাকশন অব তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিসট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (সংশোধিত)

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ

২২. জিওলজিক্যাল এক্সপ্লোরেশন ফর দি আইডেন্টিফিকেশন অব মিনারেল রিসোর্সেস)

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

২৩. পোস্টাল একাডেমী ও ৪টি ট্রেনিং সেন্টার শক্তিশালীকরণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন

২৪. গ্রামীন ডাক সার্ভিস উন্নয়ন- ৪র্থ পর্যায়

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড

২৫. ইন্টারনেট ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক এক্সপ্যানশন (ইনফো-বাহান)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

২৬. জেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং প্রশিক্ষণ চালুকরণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর

২৭. বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

২৮. প্রকিউরমেন্ট অব ইকুইপমেন্ট ফর সার্চ এন্ড রেসকিউ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

২৯. মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প (৬ষ্ঠ পর্যায়)

৩০. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ

৩১. লিডারস অফ ইনফ্লুয়েন্স (এলওআই) প্রোগ্রাম

নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়

মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

৩২. মংলা বন্দরের জন্য কার্গো হ্যান্ডেলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৩৩. এ্যাপয়নমেন্ট অফ কনসালটেন্ট ফর প্রিপারেশন অফ দ্যা ডিজাইন এন্ড কষ্ট এষ্টিমেট

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩৪. টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্স ফর সেকেন্ড চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৩৫. বাংলাদেশ কৃষি শুমারী-২০০৭

৩৬. স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়)

৩৭. জাতীয় হিসাব, মূল্য ও মজুরী পরিসংখ্যান

৩৮. কৃষি দাগগুচ্ছের হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ এবং ফসল উৎপাদন খরচ জরিপ

পরিকল্পনা বিভাগ

৩৯. ফরমুলেশন অফ আউটলাইন পার্টিসিপেটরী পার্সপেক্টিভ প্ল্যান (৩য় সংশোধিত)

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ বন গবেষনা ইনষ্টিটিউট

৪০. ট্র্যান্সফার অব টেকনোলজী ইন ব্যাম্বু শ্যুট প্রোডাকসন, প্রসেসিং এন্ড মার্কেটিং

৪১. সম্ভাবনাময় বাঁশ ও বেতজাত পণ্য সামগ্রীর বাজার সৃষ্টি (সংশোধিত)

৪২. বন বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি উন্নয়ন ও পরিজ্ঞাতকরণ

পরিবেশ অধিদপ্তর

৪৩. ন্যাশনাল ওডিএস ফেজ আউট-প্ল্যান-ইউএনইপি কম্পোনেন্ট

৪৪. ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেনদেনিং ফর দ্যা ফেইজ আউট ওব ওডিএস (ফেইজ আউট-৫)

৪৫. বাংলাদেশ এনভায়রনেমন্ট ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেনদেনিং প্রজেক্ট

৪৬. কোস্টাল এন্ড ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট এ্যাট কক্সবাজার এন্ড হাকালুকি হাওর

৪৭. ফরমুলেশন এ ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজী অন রিউস, রিজ্যুম এন্ড রিসাইকেল (৩ আর) ফর বাংলাদেশ

৪৮. পার্টনারশীপ ফর ক্লীন ফুয়েল এন্ড ভেইকেলস (পিসিএফভি)

৪৯. প্রজেক্ট প্রিপারেশন টুয়ার্ডস ইমপ্লিমেনটেশন অব ন্যাশনাল বায়ো-সেফটি ফ্রেমওয়ার্ক

বন অধিদপ্তর

৫০. চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (বন অধিদপ্তর অঙ্গ)

৫১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক ,কক্সবাজার এর অধিকতর উন্নয়ন

৫২. বৃহত্তর সিলেট জেলার টিলাগড় ও বড়শীজোড়ায় ইকোপার্ক স্থাপন

৫৩. রীডল্যান্ড সমন্বিত সামাজিক বনায়ন (১ম সংশোধিত)

৫৪. মাধবকুন্ড জলপ্রপাত এলাকায় ইকো-পার্ক স্থাপন (২য় পর্যায়)

৫৫. ধানসিঁড়ি ইকো-পার্ক স্থাপন ও রামসাগর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন

৫৬. চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলা ও চুনতি অভয়ারণ্যে জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)

৫৭. সাপোর্ট ট্যু এসেনসিয়্যাল ম্যানেজেমন্ট ক্যাপাসিটি ইন দ্যা সুন্দরবন ডাব্লু এইচ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী

৫৮. পোস্ট ট্রেনিং ইউটিলাইজেশন অব এএআরইও কোর্স ইন বাংলাদেশ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৫৯. চর জীবিকায়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

৬০. সিএমএইচ, ঢাকা এর আধুনিকীকরণ (২য় সংশোধিত)

৬১. ইমপ্রুভমেন্ট অব মেটেওরোলজিক্যাল রাডার সিস্টেম এ্যাট কক্সবাজার এন্ড খেপুপাড়া

৬২. এসট্যাবলিশমেন্ট অব মেটেওরোলজিক্যাল রাডার সিস্টেম এ্যাট মৌলভীবাজার

৬৩. এনভায়রনমেন্ট, ডিজাসটারস এন্ড রিসোর্স মনিটরিং সিস্টেম (ইডিআরইএমওএস)

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

জনশক্তি ,কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

৬৪. এনসিউরিং সেফ মাইগ্রেশন অব বাংলাদেশ ওমেন ওর্য়াকাস (রিভাইসড)

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৬৫. প্রিপারেটরি টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট ফর ইংলিশ ইন এ্যাকশন

৬৬. ২০০৭ সালের বন্যায় ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ

৬৭. প্রাইমারি এ্যাডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (পিইডিপি-২)

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৬৮. একসেস ট্যু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম

৬৯. আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)

৭০. রিফারবিশিং এসেস্টস অব চিটাগাং স্টিল মিল এন্ড আদমজী জুট মিলস ফর কনভার্টিং ইনটু ইপিজেডস

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৭১. পাবনা জেলার কাজিরহাট হতে সাতবাড়িয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

৭২. যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

৭৩. ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার অধীনে ট্যানারী শিল্প এলাকায় বাঁধ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ

৭৪. এষ্টুয়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (২য় সংশোধিত)

৭৫. ডেভেলপিং ইনোভেটিভ এপ্রোচেজ টু ম্যানেজমেন্ট অব মেজর ইরিগেশন সিস্টেম

৭৬. সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে শৈলাবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা

৭৭. কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট)

৭৮. কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ ইউনিট)

৭৯. নারদ নদী, মুসাখান নদী (আংশিক) এবং চারঘাট রেগুলেট ইনটেক চ্যানেল পুন: খনন

৮০. নরসিংদী শহর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

৮১. সমন্বিত টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প (সংশোধিত)

৮২. চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩, বাপাউবো অংশ)

৮৩. বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোল্ডারের সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা সমীক্ষা

৮৪. উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প

৮৫. এমারজেন্সী ডিজাসটার্স ড্যামেজ রিহ্যাবিলিটেশন (সেক্টর) (পার্ট-ই: পানি সম্পদ)

৮৬. ফিজিবিলিটি স্টাডি/সার্ভে ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট অব গুংগিয়াজুরী হাওর

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

৮৭. রংপুরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেসিক এবং প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন

বাংলাদেশ রেশম বোর্ড

৮৮. রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৮৯. বাংলাদেশ লেদার সার্ভিস সেন্টার (বিএলএসসি) ফলো-আপ

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

৯০. এনহ্যান্সমেন্ট অব গর্ভনেন্স এন্ড ক্যাপাসিটি অব আইসিবি

৯১. রেমিটেন্স এন্ড পেমেন্ট পার্টনারশীপ

বিদ্যুৎ বিভাগ

৯২. রিহ্যাবিলিটেশন অব ডেস্ট্রয়েড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম আন্ডার রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন গোগ্রাম

৯৩. কর্ণফুলি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৪র্থ ও ৫ম ইউনিটের পুনর্বাসন/রিনোভেশন

৯৪. আপগ্রেডেশন অব শ্যামপুর বিসিক ১১ কেভি সুইচিং ষ্টেশন টু এ রেগুলার ৩৩/১১কেভি সাব-ষ্টেশন

৯৫. তিন (৩)- সঞ্চালন লাইন প্রকল্প

৯৬. পাঁচ(৫)- শহর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)

৯৭. টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ফর ইমপ্লিমেনটেশন অব বাংলাদেশ পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম

৯৮. রি-ইনফোর্সমেন্ট, রিনোভেশন এন্ড অগমেন্টেশন অব ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন আন্ডার ডিপিডিসি

৯৯. প্রকিউরমেন্ট এন্ড ইন্সটলেশন অব ১৩২/৩৩ কেভি ৫০/৭৫ এমভিএ ট্রান্সফরমার

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১০০. জিওলজিক্যাল এক্সপ্লোরেশন ফর দি আইডেন্টিফিকেশন অব মিনারেল রিসোর্সেস

১০১. সিস্টেম লস রিডাকশন অব তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিসট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (সংশোধিত)

তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

১০২. জেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাব স্থাপন এবং প্রশিক্ষণ চালুকরণ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

১০৩. পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা এর গবেষণা সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ

১০৪. ট্রিগা মার্ক-২ গবেষণা চুল্লীর ব্যবহার শক্তিশালীকরণ

১০৫. ইনষ্টিটিউট ফর নিউক্লিয়ার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী স্থাপন

১০৬. বাংলাদেশ ভেরী লার্জ স্কেল ইনটিগ্রেশন প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্থাপন

১০৭. অনুজীবের সাহায্যে খাদ্যসহ মূল্যবান দ্রব্য উৎপাদন ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট সম্পন্ন অনুজীব সম্পন্ন

ভূমি মন্ত্রণালয়

১০৮. চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩(ভূমি মন্ত্রণালয় অংশ)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য অধিদপ্তর

১০৯. কুমিল্লা জেলার প্লাবনভূমিতে মৎস্য চাষ অবকাঠামো নির্মাণ (দাউদকান্দি মডেল)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

১১০. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও জোরদারকরণ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

১১১. রেড চিটাগাং ক্যাটেল জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প

১১২. সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১১৩. নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম (২য় পর্ব)

১১৪. মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিস, এন্ডোক্রিন ও মেটাবলিক হাসপাতাল

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১১৫. মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

১১৬. আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১১ এর ভেন্যু হিসাবে চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের সংস্কার

১১৭. আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১১ এর ভেন্যু হিসাবে খুলনা আবু নাসের স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়ন

১১৮. আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১১ এর ভেন্যু হিসাবে নারায়নগঞ্জ খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম

১১৯. আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১১ এর জন্য বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়ন

১২০. আইসিসি মানসম্পন্ন ক্রিকেট স্টেডিয়ামের জন্য শের-ই-বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সংস্কার

১২১. ইনোভেটিভ ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পোভার্টি এলিভিয়েশন থ্রো কমপ্রিহেন্সিভ টেকনোলজি

১২২. ঢাকা,চট্টগ্রাম ও খুলনা(বাগেরহাট) বিভাগীয় শারীরিক শিক্ষা কলেজের সুবিধাবলীর অধিকতর উন্নয়ন

১২৩. অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়ারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

রেলপথ মন্ত্রণালয়

১২৪. কন্টেইনার পরিবহনের জন্য এয়ার ব্রেক সম্বলিত ৫০টি এমজি ফ্ল্যাট ওয়াগন এবং ৫টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ

১২৫. বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় প্রান্তে রেল ট্র্যাকের উপর লোড মনিটরিং ডিভাইস সরবরাহ ও স্থাপন

১২৬. তারাকান্দি হতে যমুনা সেতু পর্যন্ত রেলওয়ে সংযোগ নির্মাণ

১২৭. বাংলাদেশ রেলওয়ে ঢাকা-নারায়নগঞ্জ রেলওয়ে লাইনের পুনর্বাসন

১২৮. জরুরী বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত পুনর্বাসন প্রকল্প, ২০০৭ (সংশোধিত)

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

১২৯. জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প, ২০০৭ (পার্ট-ডি: সড়ক)

১৩০. পাবনা হতে বাঁধেরহাট ভায়া নাজিরগঞ্জ ফেরীঘাট হয়ে রাজবাড়ি জেলার সাথে সংযোগ সড়ক

১৩১. কাশিনাথপুর-কাজিরহাট সড়ক উন্নয়ন ও কাজিরহাট ফেরীঘাট এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ

১৩২. ইলিয়টগঞ্জ-মুরাদনগর-রামচন্দ্রপুর-শ্রীকাইল-নবীপুর সড়ক উন্নয়ন

১৩৩. ক্যাপ্টেন লিংক সড়ক উন্নয়ন

১৩৪. পাবনা-পাকশী নদী বন্দর (লালনশাহ সেতু সংযোগ সড়ক-ইপিজেড) সড়ক

১৩৫. পাঁচকিত্তা-নাগেরকান্দি সড়ক উন্নয়ন

১৩৬. মাধবপুর-রাজাচাপিতলা সড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)

১৩৭. গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ সড়কের ৭ম কি:মি: এ শৈলমারী নদীর উপর বটিয়াঘাটা সেতু নির্মাণ

১৩৮. পাগলাপীর-ডালিয়া তিস্তা ব্যারেজ সড়ক উন্নয়ন

১৩৯. প্রিপেইরিং দ্যা গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনাবেল প্রজেক্ট

১৪০. বক্সীগঞ্জ-সানন্দবাড়ী-চররাজিবপুর সড়কে সানন্দবাড়ী সেতু নির্মাণ

১৪১. কালামপুর-কাউলিয়াপাড়া-বালিয়া (সাটুরিয়া-সংযোগসহ)সড়ক উন্নয়ন (সংশোধিত)

১৪২. প্রকিউরমেন্ট অব সিএনজি সিঙ্গাল ডেকার বাস ফর বিআরটিসি আন্ডার এনডিএফ লোন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১৪৩. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনলজি এবং কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহে বৃত্তি প্রদান

শিল্প মন্ত্রণালয়

১৪৪. বিসিকের পুরাতন ২টি শিল্প নগরী মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুর্নবাসন

১৪৫. মার্কেট এক্সেস এ্যান্ড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সার্পোট ফর সাউথ এশিয়ান এলডিসি'স

১৪৬. সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরী কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ

১৪৭. সাতটি চিনিকলের পুরাতন সেন্ট্রিফিউগল মেশিন প্রতিস্থাপন

১৪৮. খুলনা-সাতক্ষীরা লবণ শিল্পের উন্নয়ন

১৪৯. ইনটেলেকচুয়্যাল প্রোপার্টি রাইটস প্রজেক্ট (সংশোধিত)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

১৫০. সেকেন্ডারী স্কুল ড্রপআউট সার্ভে (এসএসডিএস)

১৫১. স্ক্রিনিং, সিলেকশন এন্ড মলিকিউলার ক্যারেকটারাইজেশন অব বরন এফিসিয়েন্ট হুয়িট জেনোটাইপ

১৫২. মৌলভীবাজার জেলায় একটি পলিটেকনিক ইনস্টিউট স্থাপন (সংশোধিত)

১৫৩. জিনস ইন দ্যা মেজর স্যালাইনিটি টলারেন্স লোকাস অব দ্যা ট্র্যাডিশনাল রাইস পক্কালী

১৫৪. স্ট্যাডিস অন দ্যা ইমপ্রুভমেন্ট অব গারিলক এন্ড ওনিয়ন ইন বাংলাদেশ

১৫৫. এক্স-সিটু কনজারভেশন অব সাম ইনডিজেনাস ফিশেস অব বাংলাদেশ

১৫৬. বুয়েট-জাপান ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার প্রিভেনশন এন্ড আরবান সেফটি

১৫৭. ডেভেলপমেন্ট অব জুট ইএসটি সিডিএনএ লাইব্রেরীরস এন্ড আইডেনটিফিকেশন অব জীনস

১৫৮. অটোমেটেড সিকোয়েন্সং অব ক্লোনড জীনস ফর কনফারেং বায়োটিক এন্ড এবায়োটিক স্ট্রেস টলারেন্স

১৫৯. ইনস্টিটিউশনালাইজিং দ্যা ডিপার্টমেন্ট অব উইমেন্স স্টাডিস অব দ্যা ইউনির্ভাসিটি অব ঢাকা

১৬০. ইমপ্রুভমেন্ট অব একাডেমিক এন্ড রির্সাচ ক্যাপাসিটি অব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কৃষি ইউনিভার্সিটি

১৬১. ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন (সংশোধিত)

১৬২. ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন (সংশোধিত)

১৬৩. ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর মাদ্রাসা এডুকেশন

সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়

১৬৪. বিদ্যমান ৫০টি শহর সমাজসেবা কর্মসূচীর উন্নয়ন ও জোরদারকরণ (সংশোধিত)

১৬৫. চালু ২০টি সরকারী শিশু পরিবারসমূহ আধুনিকীকরণ

১৬৬. ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এর বহিঃবিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা

১৬৭. ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে শক্তিশালীকরণ

১৬৮. ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য পুনর্বাসন ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (আরভিটিসি), জুরাইন, ঢাকা

১৬৯. সমন্বিত স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প, ফরিদপুর

১৭০. ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল স্থাপন, সিলেট (১ম পর্যায়)

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৭১. জেলা শিল্পকলা একাডেমীসমূহের সম্প্রসারণ ও সুষমকরণ

১৭২. একশন প্ল্যান ফর দ্যা সেফগার্ডিং অব বাউল সংগস

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১৭৩. ১২টি জেলা কারাগার নির্মাণ (সংশোধিত ৯টি জেলা কারাগার)

১৭৪. ইমপ্রুভমেন্ট অব দ্যা রিয়াল সিচুয়েশন অব ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন ইন বাংলাদেশ

১৭৫. কনস্ট্রাকশন অব ১২ এডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং কাম ব্যারাক এবং নিউলি এ্যাপ্রোভড পুলিশ স্টেশন

১৭৬. গাজীপুর জেলার কাশিমপুর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ

১৭৭. ফরেনসিক ল্যাব ইন চিটাগাং

১৭৮. চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (২য় সংশোধিত)

১৭৯. বাংলাদেশ রাইফেলস এর জন্য ৩০টি বিওপি ও ব্যাটালিয়ন সমূহের অভ্যন্তরীণ ২৪ কি:মি: রাস্তা নির্মাণ

১৮০. বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (১ম পযায়ে ৪টি)

স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৮১. বাংলাদেশ ওয়াটার সাপ্লাই গ্রোগ্রাম প্রজেক্ট (সংশোধিত-২য় পর্যায়)

১৮২. গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১য় খন্ড)

১৮৩. প্রজেক্ট প্রিপারেটরী টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর রিজন ডেভেলপমেন্ট

১৮৪. রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব)

১৮৫. চর উন্নয়ন ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (সিডিএসপি-৩)

১৮৬. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পল্লী অঞ্চলে সড়ক, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ/পুন: নির্মাণ (৩য় খন্ড)

১৮৬. চর ডেভেপমেন্ট ও রিসেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (২য় সংশোধিত) (এলজিইডি অংশ)

১৮৮. গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন সেতু নির্মাণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

১৮৯. বাংলাদেশ পূর্বাঞ্চলীয় পল্লী অবকাঠামে উন্নয়ন প্রকল্প: বৃহত্তর চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও সিলেট জেলা

১৯০. জেডিএসএফ সহায়তায় ৫টি উপজেলা সড়ক উন্নয়ন

১৯১. ইমারজেন্সী ডিজাস্টার ড্যামেজ রিহ্যাবিলিটেশন সেক্টর প্রজেক্ট-২০০৭ (পার্ট বি: রূরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার)

১৯২. ইমারজেন্সী ডিজাস্টার ড্যামেজ রিহ্যাবিলিটেশন সেক্টর প্রজেক্ট-২০০৭

১৯৩. ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ- ২য় সংশোধিত

১৯৪. গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলায় ২০০৭ সালের ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন

১৯৫. ঘূর্ণিঝড়ে (সিডর) ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণীঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ

১৯৬. সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)

১৯৭. সড়কে হালকা যানবাহন চলাচলযোগ্য ব্রীজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)

সিটি কর্পোরেশন

১৯৮. সিলেট কেন্দ্রীয় ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ

১৯৯. নিকটবর্তী রাস্তাসহ মহেশ খালের উন্নয়ন এবং শাহ-আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর

২০০. খুলনা মহানগরীতে অবকাঠামোগত সুবিধাদি, ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক

২০১. সার্ভে ট্যু মিটিগেট ওয়াটার লগিং প্রবলেম ইন খুলনা সিটি

২০২. বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সড়ক ও ড্রেন উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সড়কের মোড় প্রশস্তকরণ

২০৩. রিহ্যাবিলিটেশন অব সিডর এফেক্টেড ইনফ্রাস্ট্রাকচার আন্ডার বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

২০৪. সংযোগ সড়ক নির্মাণসহ রাজাখালী খালের উন্নয়ন (১স মংশোধিত)

চট্টগ্রাম ওয়াসা

২০৫. চট্টগ্রাম ওয়াসার এক্সপ্রেস পাওয়ার লাইন স্থাপন ও জেনারেটর ক্রয়

ঢাকা ওয়াসা

২০৬. ইমারজেন্সী রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড এক্সপ্যান্সন অব ওয়াটার সাপ্লাই

২০৭. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ

২০৮. প্রিপারেশন ফর ঢাকা এনভায়রনমেন্ট এন্ড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট

২০৯. প্রকিউরমেন্ট অব ডিজেল জেনারেটর ফর ওয়াটার পাম্পস ইন ঢাকা সিটি (সংশোধিত)

২১০. উত্তরা মডেল টাউনের ১০,১১,১২,১৩ ও ১৪ নম্বর সেক্টরের রাস্তা উন্নয়ন ও নর্দমা নির্মাণ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

২১১. স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (এইচ.এন.পি.এস.পি)

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation) :

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর মূল্যায়ন সেক্টর থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত প্রকল্প সমূহের প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রভাব মূল্যায়ন একটি গবেষণামূলক কাজ বিধায় এ কাজ যথেষ্ট সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই করা হয়, যার মধ্যে নিজস্ব জনবল দ্বারা ১৪ টি এবং আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ৮ টি প্রকল্প। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে নির্ধারিত যে ২২টি প্রকল্পের মূল্যায়ন করা হয়েছে, তা নিম্নে **সারণী ১ এবং সারণী- ২** -এ দেয়া হলো।

সারণী - ১

২০১২-১৩ অর্থবছরে নিজস্ব জনবল দ্বারা পরিচালিত ১৪ টি প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা :

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়নকাল	সুপারিশমালা
১। সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুতায়ন	বিদ্যুৎ বিভাগ	৪৮০৩.২১৭	২০০২-২০০৩ ২০০৭-২০০৮	১. আগ্রহী এবং স্বচ্ছল পরিবারকে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ ডাউন পেমেন্টের বিনিময়ে ২/৩ বছরের মধ্যে সোলার প্যানেলের মালিকানা হস্তান্তর করা এবং গরীব ও অস্বচ্ছল পরিবারকে দশ বছরের মধ্যে স্বল্প কিস্তির মাধ্যমে সোলার প্যানেলের মালিকানা হস্তান্তর করা। ২. সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে সোলার প্যানেলের ব্যবহার আরও বহুমুখী, সহজলভ্য এবং সুলভ/সাশ্রয় মূল্যে প্রদান করে জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় করা যেতে পারে। ৩. সোলার প্যানেলের ছোটখাটো ত্রুটি মেরামত করার বিষয়ে গ্রামের বেকার যুবকদের আরইবি/ পিবিএস-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ৪. সোলার টেকনিশিয়ানদের প্রত্যন্ত এলাকায় দ্রুত গিয়ে কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ভ্রমণ ভাতা নিশ্চিত করা।
২। মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৪র্থ পর্যায়)	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২১৬০০.০০	০১/০১/২০০৬-৩১/১২/২০০৮	১. মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ এবং তাঁদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা। ২. শিক্ষকদের পর্যাপ্ত বেতনভাতা এবং চাকুরীর স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণ। ৩. শিশুদের শিক্ষা এবং গণশিক্ষা কার্যক্রম আরো বাস্তবসম্মত এবং কর্মসংস্থান ও উপার্জনমুখী করা। ৪. বাস্তবিক ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষা প্রদান ৩ ঘন্টা হতে কমিয়ে ২ ঘন্টায় নিয়ে আসা যেতে পারে।
৩। বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন (২য় পর্যায়)	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২৮৯১.৬৫	জুলাই ২০০৫-জুন ২০০৯	১. প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এন জি ও নির্বাচন সুচারুভাবে হওয়া উচিত কারণ এদের দক্ষতা ও সততার ওপর এ কার্যক্রমের সার্থকতা/ ফলপ্রসূতা নির্ভর করে। ২. এ ধরনের প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও নিবিড় তদারকির জন্য একজন পূর্ণকালীন এবং স্থায়ী প্রকল্প-পরিচালক নিয়োজিত থাকা উচিত। ৩. আর্থিক সংকটের কারণে গরীব পিতামাতা তাদের সন্তানদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে পাঠাতে বাধ্য হয় তাই এ শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বিরত রাখার জন্য গরীব পিতামাতাদের কিছু লোন ও আর্থিক অনুদান/সহযোগিতা সরকারের পক্ষ থেকে প্রদান করা যেতে পারে। ৪. শিশুদের জন্য ভি টি সি প্রশিক্ষণ কোর্স ও সিলেবাস নিয়মিতভাবে উন্নয়ন এবং সময়োপযোগী করা উচিত।

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়নকাল	সুপারিশমালা
৪। বিদ্যমান ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের আধুনিকীকরণ ও ১৮টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৮৮২৭.৮৩	১৯৯৮-২০০৮	১. উন্নততর টেকনোলজি'র সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষক/দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করা। ২. ডিপ্লোমাধারী গ্রাজুয়েটের বর্তমান সংখ্যা ২৪০০০ থেকে বছরে ৫০০০০ উন্নীত করার জন্য আরও ২৫টি পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা এবং বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলোর স্পেইস কে ভার্টিকেল এক্সটেনশনের মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারে। ৩. লেদার টেকনোলজি, কাঠের কাজ, খাদ্য সংরক্ষণ, প্যাকেজিং, অটোমোবাইল, ই-কর্মাস ইত্যাদি বিষয়াদি সম্প্রসারণ করা উচিত। ৪. কার্যকর এবং উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য বর্তমান শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ১:৫৭ থেকে কমিয়ে ১:২০ আনা উচিত।
৫। মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিক, এন্ডোক্রিন মেটাবলিক সপাতাল (২য় সংশোধিত)	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	৫৪৫৫.০৫	জুলাই ২০০৫-জুন ২০১১	১. মেট্রোপলিটন শহরগুলোতে আরও নারী ও শিশুদের ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ ও ৩০% সাশ্রয় মূল্যে গরীব রোগীদের ল্যাব টেস্ট, খাদ্য সরবরাহ, ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা করা। ২. স্থানীয় বিত্তশালী ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা ও অনুদানের মাধ্যমে এ্যাম্বুলেন্স ও অন্যান্য ব্যয়বহুল যন্ত্রাদি/সামগ্রী ক্রয় করা যেতে পারে। ৩. হাসপাতালের ব্যয়ভার এবং আনুষঙ্গিক হিসাব নিকাশ স্বচ্ছ রাখার জন্য উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সেবা নেওয়া যেতে পারে।
৬। নির্বাচিত মাদ্রাসায় দাখিল (ভোকেশনাল) কোর্স প্রবর্তন (১ম পর্যায়)	কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর	৩৭৭৬.২৭	এপ্রিল ২০০২-ডিসেম্বর ২০০৮	১. বর্তমানে জরুরি ভিত্তিতে ট্রেড প্রশিক্ষক, স্টাফ নিয়োগ এবং তাঁদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা পরিচালনার জন্য বাজেট প্রদান করা। ২. সরকারের অনুদান অথবা এমপিও ভুক্তিকরণের অপেক্ষায় না থেকে বরং ছাত্রদের থেকে প্রশিক্ষণ ফি, গ্রামের জনগণ এবং দানশীল ব্যক্তিদের অনুদান গ্রহণ ও নিজেদের মধ্যে আয়বর্ধক কাজ সৃষ্টি করা সমীচীন হবে। ৩. প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে জনশক্তির অনুমোদন ও নিয়োগ প্রদান ইত্যাদি নিশ্চিত করে রাখা উচিত। ৪. কম্পিউটার এবং অন্যান্য যন্ত্রাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য স্থানীয়ভাবে নিজস্ব ফান্ড তৈরী করা যেতে পারে। ৫. সকল মাদ্রাসার (১৩৩৪৪ টি) মধ্যে বর্তমানে মাত্র ১% মাদ্রাসায় ভি টি সি চালু আছে- পর্যায়ক্রমে সকল মাদ্রাসায় ভি টি সি চালু করা উচিত । ৬. স্থানাভাবের কারণে ভার্টিকেল এক্সটেনশনের মাধ্যমে মাদ্রাসাগুলোতে ক্লাস এবং ছাত্রের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে ।

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়নকাল	সুপারিশমালা
৭। গ্রামীণ ডাক সার্ভিস উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)	ডাক বিভাগ	২৪৪৩.৬৩	জুলাই ২০০৮-৩০ জুন ২০১১	১. সকল ই ডি বি ও তে মোবাইল ব্যাকিং, ই এম টি এস, পি সি সি ইত্যাদি সেবাগুলো চালু করা এবং গণমাধ্যমে উল্লিখিত সেবাগুলো জনগণের মাঝে জোর প্রচার করা যেতে পারে। ২. ই ডি বি ও এর স্থাপনা ও অন্যান্য সামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ফান্ড তৈরি করা প্রয়োজন। ৩. বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, কৃষি ভর্তুকি ইত্যাদি সেবাসমূহ মোবাইল ব্যাকিং, পি সি সি এর মাধ্যমে প্রদান করা যেতে পারে। ৪. ই ডি বি ও কে ভবিষ্যতে - বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকের পক্ষে এজেন্ট হিসেবে অর্থ সংগ্রহ, অর্থ উত্তোলন, রেমিটেন্স প্রদান ও ক্যাশ প্রদানের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।
৮। জেলা শিল্পকলা একাডেমীসমূহের সংস্কার, সম্প্রসারণ ও সুষমকরণ	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী	২৭৩৭.৯৫	১ জুলাই ২০০৬-৩০ জুন ২০১১	১. বাজেট প্রণয়ন এবং স্থানীয় জনপদের আর্থিক সহযোগিতায় একাডেমীর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে। ২. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি নিশ্চিত করা। ৩. অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক নিয়োগ এবং তাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ৪. সাংস্কৃতিক সচেতন/সুশীল সমাজের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের কর্তৃক জেলা সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা।
৯। সিলেটের মনিপুরী তাঁত শিল্পের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নক্সা উন্নয়ন, তাঁত বস্ত্র প্রদর্শনী বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৩১৬.৭৭	মে ২০০৮-জুন ২০১০	১. মৌলভীবাজারস্থ কমলগঞ্জে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সহ বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা উচিত; কারণ শতকরা ৯০ জন মনিপুরী তাঁতীরা এ এলাকায় বসবাস করে। ২. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাঁতীদের সেমি-অটো তাঁত মেশিন ক্রয় করার জন্য স্বল্প সুদে কমপক্ষ ৪০ হাজার টাকার লোন প্রদান করা; অন্যথায় তাঁতীদের প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা কোন কাজে লাগবে না। এ কাজে গরীব তাঁতীদের সমবায় ভিত্তিতে সঞ্চয় এবং পুঁজি সৃষ্টিতে উৎসাহিত করা যেতে পারে। ৩. গবেষণা এবং উন্নয়ন সেলের মাধ্যমে তাঁত শিল্পের নক্সা, হাল ফ্যাশন ইত্যাদি বিষয়ে ম্যানুয়াল প্রস্তুত এবং বাজার সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করা । ৪. বর্তমানে ১৮টি নতুন পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/স্টাফদের চাকুরী রেভিনিউ বাজেটের মাধ্যমে স্থায়ীকরণ নিশ্চিত করা ।
১০। যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	পানি উন্নয়ন বোর্ড	৪৩৩৫৩.০৮	২০০২-২০০৩ ২০১০-২০১১	১. নদীতীর রক্ষার নিমিত্ত নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের ও মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত ফান্ডের বরাদ্দ রাখা। ২. ওএম কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প উপকারভোগী জনগোষ্ঠিকে ইমার্জেন্সী ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত রাখা। ৩. নদীর তীর রক্ষার কাজ যেখানে যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে বাঁধের উচ্চতা প্রয়োজনানুসারে বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়নকাল	সুপারিশমালা
১১। ট্রান্সলুসেন্ট ব্যালট বক্স (TBBs)	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	৫০৩৩.০০	জুলাই ২০০৮-জুন ২০০৯	১. টিবিবি, সিকিউরিটি লক ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি সংরক্ষণ, মেরামত ও রিপ্লেসমেন্টের জন্য পর্যাপ্ত বাজেটের সংস্থান নিশ্চিত করা। ২. টিবিবি, সিকিউরিটি লক ও অন্যান্য সামগ্রী তৈরি করার ব্যাপারে দেশজ প্রযুক্তির ব্যবহারে স্থানীয় উদ্যোগকে উৎসাহিত করা। ৩. শুধু জাতীয় নির্বাচন নয়, সকল স্থানীয় নির্বাচনে টিবিবি এর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গণমাধ্যমে প্রচার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
১২। উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টারে ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন (৩য় সংশোধিত)	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৪১৭৬৯.৪৫	০১/০৭/২০০২-৩০/০৬/২০১০	১. গ্রামাঞ্চলে ডিজিটাল টেলিসার্ভিসের জন্য ইন্টারনেট এবং মডেম কানেকশনের ব্যবস্থা করা। ২. টেলিফোন এক্সচেঞ্জে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল নিয়োজিত করা এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতের কাজের জন্য পর্যাপ্ত ফান্ডের প্রভিশন রাখা। ৩. এ কার্যক্রমকে জনপ্রিয় করার জন্য সহজলভ্য টেলিফোন সংযোগ ও সাশ্রয় মূল্যে টেলিফোন পাওয়া এবং প্রি-পেইড, ওয়ারলেস সিষ্টেম, বিলিং সিষ্টেম চালু করা। ৪. উপজেলা পরিষদ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মধ্যে সমন্বয় সাধন আরো জোরালো করা।
১৩। নৌ-দুর্ঘটনা প্রশমনকল্পে অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপন	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর/ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২৫৭৭.০০	জুলাই ২০০৫-৩০ জুন ২০১০	১. ১৩টি আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং তদানুসারে এখন বিভিন্ন পদের ৮৩ জন লোকবল নিয়োগের তরিত ব্যবস্থা নেয়া উচিত এবং নতুন স্টাফদের আবহাওয়া সংক্রান্ত যন্ত্রাদি পরিচালনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ২. ডি পি পি তৈরির সময়ে আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেটের প্রভিশন রাখা সমীচীন। ৩. আবহাওয়া সংক্রান্ত দুর্যোগ বিষয়াদির উপর সচেতনতামূলক তথ্য ফেরিঘাট, কর্মরত সারেং ও সাধারণ যাত্রীদের মাঝে প্রচার বিলি করা এবং গণমাধ্যমে প্রচার করা।
১৪। বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী	২০৪১.৭১	জুলাই ২০০৮-ডিসেম্বর ২০১১	১. ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকালে প্রকল্প নক্সা ও স্থান নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়াদিতে স্থানীয় জনসাধারণের আগ্রহ/ইচ্ছা ও মতামতের প্রাধান্য বিবেচনা করা উচিত। ২. ভবিষ্যতে কালর্ভাট, ডিপ টিউব ওয়েল, স্কুল, কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা এবং উন্নয়ন অংশীদার সাথে যৌথভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে। ৩. কালর্ভাট, ডিপ টিউব ওয়েল, কমিউনিটি সেন্টার, স্কুল ইত্যাদি স্থাপনার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজের জন্য সরকারী বাজেট থাকা উচিত।

সারণী – ২

২০১২-১৩ অর্থবছরে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে পরিচালিত ৮ টি প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাঃ

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়নকাল	সুপারিশমালা
১। নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন (সরকারি ও বেসরকারি)	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	৮১৭.৯৬	১ জুলাই ১৯৯৭-৩০ জুন ২০০৯	১. মাধ্যমিক স্কুলগুলোর ভাটিকাল এক্সটেনশন, শিক্ষা প্রদানের সুযোগ সুবিধা, উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এস এম সি - এর সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করা আবশ্যক। ২. স্কুলগুলোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, কম্পিউটার স্থাপন, অন্যান্য ফার্নিচার ক্রয় ইত্যাদি ব্যয়ভার স্থানীয় জনগণের অনুদান ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে অর্জন করার জন্য এস এম সি কে উদ্যোগী হতে হবে। ৩. স্কুলগুলোতে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, জলমুক্ত ছাদ, মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত টয়েলেট, নিরাপদ পানি, হোষ্টেল সুবিধা ইত্যাদি নিশ্চিত করা। ৪. ডি এস এইস ই এবং ই ই ডি কে শক্তিশালী করার মাধ্যমে স্কুল নির্মাণ কাজের ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যেতে পারে।
২। মৎস্য পণ্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রন কার্যক্রম জোরদারকরণ	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৩৮৫১.৫২	জুলাই ২০০৫-জুন ২০১০	১. ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ক্লাইন্টদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য যথাশীঘ্রই খুলনা এবং চট্টগ্রামের ল্যাবে মাছের বিভিন্ন কেমিকেল টেস্ট চালু করা প্রয়োজন। ২. ডি এফ ও এবং বি এফ আর আই এর মাধ্যমে চিংড়ী উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বহমূখী করার নিমিত্ত প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা। ৩. অধিকতর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মৎসচাষী, ডিপোহোল্ডার, বরফ প্রস্তুতকারী, এক্সটেনশন কর্মীদের চিংড়ী উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মাছ প্রক্রিয়ার বিধিবিধান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
৩। অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স এবং ৫৫টি জেলায় রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ (৩য় সংশোধিত)	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১৩১৫.০০	১ জুলাই ২০০৫-৩০ জুন ২০১১	১. ছাত্র এবং বেকার যুবকদের দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ ক্যারিকুলাম আরও সময়োপযোগী করা এবং প্রয়োজনে রিফ্রেসার কোর্স চালু করা। ২. প্রশিক্ষণের পরে ছাত্রদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক ইন্টার্নী হিসাবে কাজ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। ৩. যুব অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষিত যুবকদের ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে লোন পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। ৪. নারী/মেয়েদের প্রশিক্ষণের জন্য বৃত্তি প্রদান, ফ্রি-আবাসিক সুবিধা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া ।
৪। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (২য় পর্যায়)	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	৭৪৯৯৮২.৫৮	জুলাই ২০০৩-জুন ২০১১	১. পার্বত্য এবং প্রান্তিক এলাকার প্রি-প্রাইমারি শিশুদের/ছাত্রদের নিবিড় শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের পড়ানোর যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন বিশেষ করে আইসিটি ভিত্তিক বিজ্ঞান, ইংলিশ এবং অংক শিক্ষা। ২. বিভিন্ন ক্লাশরুম, টিউব ওয়েল এবং টয়লেট নির্মাণের পূর্বে সকল স্টেক হোল্ডারদের (পিইডিপি, এলজিডি অফিসিয়ালস, ঠিকাদার, এসএমসিপিটিএ সদস্য এবং স্থানীয় জনসাধারণের) মতামত নেয়া প্রয়োজন।

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়নকাল	সুপারিশমালা
৫। ঢাকা শহরের সীমিত আয়ের লোকদের নিকট ভাড়া খরিদ পদ্ধতিতে বিক্রয়/সরকারি কর্মচারীদের আবাসনের জন্য মিরপুরে ৬০০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৫৪৪৮.৯৭	জুলাই ১৯৯৮-জুন ২০০৯	১. ভবিষ্যৎ প্রকল্প পরিকল্পনা এর জন্য ফ্ল্যাটের পরিমাপ ৫০০ স্কয়ার ফিট হতে ৮০০ স্কয়ার ফিট করা এবং যথারীতি বিল্ডিং কোড অনুসরণ নিশ্চিত করা। ২. ভবিষৎ প্রকল্প পরিকল্পনা ফ্ল্যাটের বর্তমান উচ্চতা ৬ তালার পরিবর্তে ১০ থেকে ১৫ তালা সহ লিফটের ব্যবস্থা, ফ্ল্যাট এরিয়া দেয়াল দ্বারা সংরক্ষিত, ফ্ল্যাটের ভিতরে পর্যাপ্ত রাস্তা নির্মাণ, পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা এবং ফ্ল্যাট এরিয়াতে নিজস্ব ডিপ টিউব ওয়েল ও পানির ট্যাঙ্ক নির্মাণ করা। ৩. ফ্ল্যাট এরিয়াতে পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সামাজিক সুবিধা- যেমন মসজিদ, কমিউনিটি সেন্টার, কমিউনিটি ক্লিনিক, স্কুল, ব্যায়ামাগার, পর্যাপ্ত খেলার মাঠ নির্মাণ ভবিষৎ প্রকল্প পরিকল্পনায় রাখা যেতে পারে।
৬। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সাহায্যপুষ্ট জরুরী বন্যা ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রকল্প-২০০৪	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৪৩৬৩০.৭১	২০০৭-২০০৮ ২০১০-২০১১	১. বন্যাজনিত দুর্যোগ হওয়ার পরপরই পুনর্বাসনের কাজ শুরু করা এবং এ ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য পূর্ব-প্রস্তুতি এবং ইমার্জেন্সি ফান্ডের প্রভিশন রাখা। ২. এ ধরনের বন্যাজনিত দূর্যোগ ও পুনর্বাসন কাজের জন্য একজন পূর্ণ-কালীন প্রকল্প পরিচালক এবং পি এম ইউ থাকা উচিত। ৩. এ ধরনের বন্যাজনিত দুর্যোগ ও পুনর্বাসনের প্রকল্প প্রণয়নের আগে স্থানীয় জনগণের সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে তাদের মতামত যাচাই করা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৭। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২৪ : বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (বিশেষ সংশোধিত)	স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিইডি)	৪৯৯৪৮.৬৭	জুলাই ১৯৯৮-জুন ২০০৯	১. রাস্তা, ব্রিজ/কালর্ভাট ইত্যাদি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য বাজেটের সংস্থান থাকা এবং স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা । ২. নারীদের অংশগ্রহণ এবং ব্যবসা করার জন্য প্রতিটি গ্রোথ সেন্টারে মহিলাদের পৃথক স্থান প্রদান করা। ৩. বৃক্ষ রোপন এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করার জন্য গরীব ও দুস্থ মহিলাদের নিয়োজিত করা যেতে পারে। ৪. রাস্তা ও ব্রিজ পুনর্নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি বিষয়াদির উপর গবেষণার জন্য স্বাধীন ইউনিট থাকা উচিত।
৮। দেশের উত্তরাঞ্চলে ১.১০ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ	খাদ্য অধিদপ্তর	২১৬৯৫.০০	জুলাই ২০০৯-২০১২	১. ২০০০-৫০০০০ মেট্রিক টন ধারণযোগ্য সাইলো - খাদ্য গুদাম নির্মাণ করার মাধ্যমে খাদ্যশষ্যের গুদামজাত ২ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২. পি পি পি এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে খাদ্য গুদাম নির্মাণের কাজ ব্যক্তি উদ্যোগে করার জন্য উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে পি পি পি এর আনুষঙ্গিক নিয়মনীতি সম্পর্কে অবহিত করা। ৩. এ ধরনের ব্যয়বহুল ও জনহিতকর প্রকল্প নেয়ার আগে বেজ লাইন জরিপ পরিচলনা করা উচিত।

আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের অগ্রগতি ও সুপারিশমালা
অর্থবছর :- ২০১২-১৩

১। প্রকল্পের নাম : মাদারীপুর-চরমুগুরিয়া-টেকেরহাট- ও গোপালগঞ্জ নৌ-পথ খনন প্রকল্প।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাঃ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়
প্রকল্প ব্যয়ঃ১৪৮৪৫.০০ লক্ষ টাকা
সমীক্ষা বাবদ ব্যয়ঃ ৮.২৮ লক্ষ টাকা

সুপারিশ :

১) বিআইডব্লিউটিএ'র নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং : বিআইডব্লিউটিএ'র নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা ৩০.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করার জন্য নির্ধারিত। তন্মধ্যে জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত মাত্র ০.৪৮ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। জুন, ২০১৪ সময়ে অবশিষ্ট ২৯.৫২ লক্ষ ঘ:মি:কাজ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ড্রেজার দ্বারা সম্পাদন করা যেতে পারে।

২) ড্রেজিংকৃত মাটি প্রতিস্থাপন : নৌ-পথের যে সব অংশে ড্রেজিং এর প্রয়োজন রয়েছে ড্রেজার Deploy করার পূর্বেই সে সব স্থানে ড্রেজিং এর প্রতিস্থাপন/ফেলার জন্য সুবিধাজনক জায়গা খুজে বের করে ডাইক নির্মাণ করতে হবে। ড্রেজিংকৃত মাটি নিরাপদ দূরে ডাইকের মধ্যে ফেলতে হবে যাতে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে মূল নদীতে ফিরে না আসতে পারে।

৩) ড্রেজিংকৃত নদীর ওপর নির্মিত ব্রীজের ভার্টিক্যাল ও হরিজন্টাল ক্লিয়ারেন্স : লোয়ার কুমার নদীর উপর নির্মিত ব্রীজগুলোর ভার্টিক্যাল ও হরিজন্টাল ক্লিয়ারেন্স বৃদ্ধির বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ।

৪) ড্রেজিং কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার : বিআইডব্লিউটিএ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ড্রেজিং কাজে আধুনিক ড্রেজার ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫) নদীর Alignment এর প্রতিবন্ধকতা : স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় লোয়ার কুমার নদীর Alignment এর মধ্যে অবস্থিত সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।

৬) সিলটেশন সংক্রান্ত : কয়েক বছর পর পর পুরো নৌ-পথটি সার্ভে করে প্রয়োজন অনুযায়ী Maintenance Dredging এর মাধ্যমে পলি অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭) হাইড্রোগ্রাফি জরিপ কাজে সমন্বয় : যথা সময়ে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজের জন্য সার্বক্ষনিকভাবে একটি সার্ভে টিম প্রকল্প পরিচালকের অধীনে নিয়োজিত করা যেতে পারে।

৮) অর্থ বরাদ্দের অপ্রতুলতা : আরএডিপির বছর ভিত্তিক আর্থিক টার্গেট অনুসারে এডিপি বরাদ্দ থাকা বাঞ্চনীয়। অন্যথায় প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে বাধাগ্রস্থ হবে এবং মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে ব্যয় বৃদ্ধির আশংকা থাকে।

৯) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা অর্পন পরিপত্র অনুসরণ : প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালককে আর্থিক ক্ষমতা দেয়া প্রয়োজন। আর্থিক ক্ষমতা প্রদান না করা হলে প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যাদির জন্য প্রকল্প পরিচালককে দায়ী করার সুযোগ থাকে না।

১০) প্রকল্প সমাপ্তি সংক্রান্ত : অসমাপ্ত কাজগুলো মান সম্পন্নভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে সচেতন থাকতে হবে। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রয়োজনে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

২। প্রকল্পের নাম : ৩১০ টি উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রকল্প ব্যয়ঃ৪৬৫৭৭.০০ লক্ষ টাকা
সমীক্ষা বাবদ ব্যয়ঃ ১১.১৭ লক্ষ টাকা

সুপারিশ:

১) প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ যথাযথ মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করতে হবে। তাছাড়া একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে ডিপিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী আসবাবপত্র সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।

২) প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত একাডেমিক ভবন সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে বৈজ্ঞানিক ও কম্পিউটার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যুক্তিযুক্ত হয়নি। বৈজ্ঞানিক ও কম্পিউটার যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় এর উপযোগিতা কমে যাবে।

৩) প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান পুরাতন ভবনসমূহ প্রকল্পে বরাদ্দকৃত উক্ত খাতের অর্থ দ্বারা মেরামত ও সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪) প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্মাণের পূর্বেই সরবরাহকৃত মালামালের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিতে হবে। সেইসাথে নির্মিত ভবনের নির্মাণ কাজ ও সরবরাহকৃত মালামালের সঠিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

৫) প্রকল্পের সুফলভোগী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রকল্পের মাধ্যমে অঙ্গাভিত্তিক কাজের বিবরণ ও কাজের ধরন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য উক্ত কাজের Drawings/Specifications সম্পর্কে প্রকল্প/সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে ধারণা প্রদান একান্ত প্রয়োজন।

৬) প্রকল্পে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পভুক্ত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে মানসম্মত কাজ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফুলটাইম সমন্বয় ও সুপারভিশনের জন্য একটি অভিজ্ঞ কনসাল্টিং ফার্ম নিয়োগ করা যেতে পারে।

৭) প্রকল্পে কাজ সমাপ্তির পরেও প্রকল্পের উদ্দেশ্য যাতে অর্জিত হয় এবং তা বহাল থেকে আরো উন্নততর অবস্থানে যাতে পৌঁছায় এজন্যে ভবিষ্যতে বিদ্যালয়গুলিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিয়মিত তত্ত্বাবধান প্রয়োজন।

৮) যে সকল জেলায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় নেই ঐ সকল জেলায় অত্র প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ বিদ্যমান আছে। কাজের মান সমুন্নত রাখার প্রয়োজনে ঐ সকল জেলায় রুটিন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

৩। প্রকল্পের নাম : রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ (আরসিএইচসিআইবি)
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রকল্প ব্যয়ঃ২৬৭৭৪৯.০০ লক্ষ টাকা
সমীক্ষা বাবদ ব্যয়ঃ ১০.৫৯ লক্ষ টাকা

সুপারিশঃ

''রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ'' শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর, কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণকারী মানুষের নিকট থেকে নানাবিধ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে চলমান প্রকল্পের উন্নয়নে কতিপয় সুপারিশ প্রদান করা হল। যা চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম উন্নয়ন ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। সুপারিশসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

(ক) অবকাঠামো সংক্রান্তঃ

- কমিউনিটি ক্লিনিকের অনেক ভবনের অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত, ভবনের ছাদ ও মেঝের প্রয়োজনীয় সংস্কার করা জরুরী। অনেক কেন্দ্রের দেয়াল ও ছাদের আস্তর উঠে গেছে কিংবা ভেঙ্গে গেছে বা জানালা-দরজা ভেঙ্গে গেছে সেগুলোর মেরামত করা দরকার। এছাড়া অনেক কেন্দ্র নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে (৯৯টি), সে সকল ক্ষেত্রে জরুরীভাবে নতুন কেন্দ্র নির্মাণ করা প্রয়োজন।
- সেবা কেন্দ্রের দরজা, জানালার মেরামতসহ রং করে কার্যোপযোগীসহ ভবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অধিকাংশ কেন্দ্রে সাইনবোর্ড অস্পষ্ট হয়ে গেছে, সে সকল কেন্দ্রে সাইনবোর্ড পুনরায় লেখা যেতে পারে।
- অধিকাংশ সেবাকেন্দ্রে (৪২ শতাংশ) পানি সরবরাহের জন্য টিউবওয়েল আছে, কিন্তু তা অকেজো অবস্থায় রয়েছে। অতএব নিরাপদ পানির জন্য টিউবওয়েল মেরামত ও প্রয়োজনে নতুন টিউবওয়েল পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা করা দরকার।

- অনেক কেন্দ্রের টয়লেট (৩৬ শতাংশ) ব্যবহার উপযোগী নয়, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রসমূহের অব্যবহৃত টয়লেটসমূহ সংস্কার করা প্রয়োজন এবং যে সকল কেন্দ্রে দুইটি টয়লেট আছে সেখানে একটি নারীদের ও অন্যটি পুরুষদের জন্য নির্ধারণ করে সঠিকভাবে ব্যবহারের নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

- কোন কোন সেবা কেন্দ্রের অতি নিকটে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু সেবা কেন্দ্রসমূহে বিদ্যুতের সংযোগ নেই। সেক্ষেত্রে এসকল সেবা কেন্দ্রে বিদ্যুতের সংযোগ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

- যে সকল কেন্দ্রে নিরাপত্তার জন্য কাঁটা তারের বেষ্টনী বা বেড়া নেই কিংবা সেগুলো নষ্ট (ছিড়ে) হয়ে গেছে (প্রায় ৬২ শতাংশ) সে সকল কেন্দ্রে পুনরায় উক্ত বেষ্টনী দেওয়া প্রয়োজন। সম্ভব হলে এলাকার জনগণের অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে বেষ্টনীসহ বৃক্ষ রোপন করা যেতে পারে।

- অনেক কেন্দ্রে যাতায়াতের রাস্তা খুব ভাল নয় কিংবা যে সকল কেন্দ্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয় বা কেন্দ্রের আঙ্গিনা ময়লা-আবর্জনায় পরিপূর্ণ, সে সকল কেন্দ্রে যাতায়াতের রাস্তার সংস্কার ও কেন্দ্রের আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(খ) **জনবল সংক্রান্তঃ**

- সেবা কেন্দ্রে একমাত্র নিয়মিত সেবাকর্মী 'সিএইচসিপি'। কোন কোন এলাকায় পরিবার কল্যাণ সহকারী কিংবা স্বাস্থ্য সহকারীর পদ শূন্য থাকার কারণে সে সকল সেবা কেন্দ্রে উক্ত কর্মী না বসায় চাহিদা অনুযায়ী সেবাদান বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই জরুরী ভিত্তিতে উক্ত শূন্য পদসমূহে লোক নিয়োগ করার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে।

- অনেক সেবা কেন্দ্রে সদ্য নিয়োজিত সেবাকর্মী অর্থাৎ 'সিএইচসিপি' এর মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্পন্ন করা হয়েছে। তাদের পাশাপাশি কেন্দ্রের স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীকেও সেবা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।

- কোন কোন সেবা কেন্দ্রে প্রচুর রোগী বা বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণের জন্য অনেক লোকের সমাগম হয়। কিন্তু দক্ষ সেবাকর্মীর অভাবে অনেকে সঠিক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই সে সকল কেন্দ্রে সেবার সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কিংবা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের একজন এমবিবিএস ডাক্তার কমপক্ষে সপ্তাহে কোন নির্দিষ্ট একদিন সেবা দেওয়ার জন্য সংযুক্ত করা কিংবা দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

(গ) **ঔষধ ও যন্ত্রপাতি সংক্রান্তঃ**

- প্রতিটি সেবা কেন্দ্রে প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী ঔষধ সরবরাহ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে কেন্দ্রের চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ক্রয় ও সরবরাহ করা দরকার।

- যে সকল সেবা কেন্দ্রে ঔষধ বেশী মাত্রায় প্রয়োজন সেগুলো জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ করা যেতে পারে।

- যে সকল কেন্দ্রে সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই সে সকল কেন্দ্রে চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে জরুরীভাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা দরকার।

- অনেক কেন্দ্রে কোন কোন যন্ত্র বিকল বা অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প কার্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট দক্ষ লোক (টেকনিশিয়ান) প্রেরণপূর্বক সেগুলো মেরামত করা যেতে পারে কিংবা নতুন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যেতে পারে।

(ঘ) **আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদিঃ**

- অনেক কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই এবং কোন কোন কেন্দ্রে অনেক আসবাবপত্র নষ্ট বা অকেজো অবস্থায় আছে। সে সকল কেন্দ্রে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র যেমন- ঔষধ ও যন্ত্রপাতি রাখার জন্য আলমারী, স্টিলের র‍্যাক, চেয়ার ও রোগীদের জন্য বসার বেঞ্চ ইত্যাদি সরবরাহ ও মেরামত করা যেতে পারে।

- কোন কোন কেন্দ্রে জরুরী সেবাদান সামগ্রী যেমন- গজ, তুলা, ব্যান্ডেজ, ব্লাড গ্লুকোজ পরীক্ষার সরঞ্জাম, রক্ত, প্রস্রাব পরীক্ষার সরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহ করা দরকার।

(ঙ) সেবা সংক্রান্ত:

- কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার এক বড় অংশ প্রাথমিক সেবা গ্রহণ করেন। সেজন্য এই ক্লিনিকের সেবা অব্যাহত রাখাসহ সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে রেফার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সেবা কেন্দ্রের সকল প্রকার তথ্য ক্লিনিকের গায়ে লিখে রাখা দরকার যাতে এলাকার রোগীদেরকে যথাযথ ও উপযুক্ত কেন্দ্রে রেফার করা সম্ভব হয়।

(চ) অর্থ ব্যয় সংক্রান্তঃ

প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০১৪ সাল পর্যন্ত অথচ ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিগত মার্চ '১৩ পর্যন্ত খরচের হার মাত্র প্রায় ৩০ শতাংশ। দেখা যায় যে, প্রকল্পের সিংহ ভাগ অর্থ অব্যয়িত অবস্থায় রয়েছে। অতএব জরুরী ভিত্তিতে যাবতীয় ও প্রয়োজনীয় ক্রয় ও নতুন কেন্দ্র তৈরী ও মেরামতসহ শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ করে ব্যয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। প্রকল্পের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যদি বড় অংকের অর্থ অব্যয়িত থাকে সেক্ষেত্রে প্রকল্পের গুরুত্ব ও উপযোগিতার বিষয়টি বিবেচনা করে প্রকল্পটির মেয়াদ 'No- cost' ভিত্তিতে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(ছ) অন্যান্যঃ

সেবাকেন্দ্র অধিকতর কার্যকর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে কমিটি পুনর্গঠন করা যেতে পারে। যেখানে অধিকতর যোগ্য ও শিক্ষিত লোক অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং কমিটির সভা নিয়মিতভাবে করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। কমিটিকে আরও গতিশীল ও তাদের কার্যক্রম জোরদার করার জন্য কমিটির সদস্যদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা দেয়া যেতে পারে।

সেবার সার্বিক মান বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে ক্লিনিকে কর্মরত সেবাকর্মীদের মাঝে মাঝে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সেবা কেন্দ্রে নিয়োজিত সেবাকর্মীদের কাজ নিয়মিত উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকি, পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করা জরুরী। সেক্ষেত্রে একটি পরিবীক্ষণ নির্দেশিকা প্রণয়নপূর্বক মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা যেতে পারে। এছাড়া কমিটির সদস্যদের মাধ্যমেও সেবাদান কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটরিং ও মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহন করা আবশ্যক।

স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে আইইসি/বিসিসি সামগ্রী (ফেষ্টুন, পোষ্টার, লিফলেট, বুকলেট ইত্যাদি) তৈরী ও বিতরণ করা যেতে পারে।

কমিউনিটি ক্লিনিক খোলা রাখার সময় স্থানীয় এলাকার মানুষের চাহিদা ও সুবিধা অনুযায়ী নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ বিবেচনায় রেখে ক্লিনিকের সময় সকাল ৯:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত করা হলে পল্লী এলাকার সকল পর্যায়ের সাধারণ মানুষ অধিকতর সেবা সুবিধা পেতে পারে।

কোন কোন কমিউনিটি ক্লিনিক কেন্দ্রে ডেলিভারীর জন্য এলাকার প্রচুর গর্ভবতী মা আসেন। তাই সে সকল কেন্দ্রে স্বাভাবিক ডেলিভারী বা প্রসব করার ব্যবস্থার অংশ হিসেবে একটি অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যেতে পারে।

৪। প্রকল্পের নাম : রুরাল ইলেট্রিফিকেশন আপগ্রেডেশন প্রজেক্ট (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল বিভাগ)
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাঃ বিদ্যুৎ বিভাগ
প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৩২২১৮.১২ লক্ষ টাকা
সমীক্ষা বাবদ ব্যয়ঃ ১.১৪ লক্ষ টাকা

অগ্রগতি :

ব্যক্তি পরামর্শক জনাব মো: গোলাম রসুলকে ১০% হিসেবে ১,১৪,৭১৭ টাকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২ মাস মেয়াদ বৃদ্ধির পরেও নিবিড় পরিবীক্ষণের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে না পারায় গত ১৭/০৯/২০১৩ তারিখে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা হয়েছে।

৫। প্রকল্পের নাম : বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রকল্প ব্যয়ঃ ৬৯৯৯.০০ লক্ষ টাকা

সমীক্ষা বাবদ ব্যয়ঃ ১০.৩৯ লক্ষ টাকা

<u>সুপারিশঃ</u>

১) বিভাগীয় প্রকৌশলী/প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ উদ্দেশ্য এবং পানির উৎসের স্থান নির্বাচন সম্পর্কীয় নীতিমালা জোড়ালোভাবে উপজেলা WATSAN (Water And Sanitation) কমিটিতে উপস্থাপন করবেন এবং কমিটির মাননীয় সদস্যবর্গকে যথাযথভাবে অবগত করবেন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যকে নীতিমালার একটি করে কপি পূর্বাহ্নেই সরবরাহ করা যেতে পারে।

২) পানিতে সহনীয় পর্যায়ের আয়রন থাকার কথা বলা হলেও গৃহস্থালী কাজে পানি ব্যবহারকারীগণের পানিতে আয়রন থাকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর সাময়িকভাবে নলকূপের পানি আয়রন মুক্ত করার জন্য স্বল্প খরচে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে পিএসএফ (Pond Sand Filter) অনুকরণে পানির ফিল্টার পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারে। ডিপিএইচই বিষয়টির কারিগরী ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই করতে পারে।

৩) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বর্তমানে নলকূপ স্থাপনে যে গড় গভীরতায় পানির স্তর অনুসরণ করে থাকেন সেটা বর্তমানে কার্যকরী নয় বলে বিবেচিত হওয়ায় বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পুনঃ সার্ভে করে নতুনভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের গড় গভীরতায় পানির স্তরের ম্যাপিং করতে পারে এবং সেটা কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ডিপিএইচই দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারে।

৪) প্রকল্পের নীতিমালা অনুসরণে শহর অঞ্চলে পানির উৎসের স্থান নির্বাচন না করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে স্থান নির্বাচন সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় পৌর এলাকায় ৬টি পানির উৎসের স্থান নির্বাচন করার অনুরূপ সংস্কৃতি ভবিষ্যতে পরিহার করতে হবে।

৫) মৌলভীবাজার, সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলায় বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ঐ অঞ্চলে দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে আলাদা রেইট সিডিউল প্রণয়ন করা যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে।

৬) যে সকল অঞ্চলে রিংওয়েল দ্বারা পানির চাহিদা পূরণ করা যায়, সে সকল অঞ্চলে বেশি বেশি পরিমান রিংওয়েল বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। বিষয়টি ডিপিএইচই চাহিদা প্রেরণ ও চাহিদা প্রাপ্তির পর সরবরাহের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করতে পারে।

৭) বিভাগীয়ভাবে মালামাল যথাসময়ে কর্মক্ষেত্রে পৌছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। যাতে কাজ সম্পাদনে বিলম্ব না ঘটে। এক্ষেত্রে ডিপিএইচই চাহিদা প্রেরণ ও চাহিদা প্রাপ্তির পর সরবরাহের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করতে পারে।

৮) চট্টগাম, সিলেট, মৌলভীবাজার, কুমিল্লা, নওগাঁ, নেত্রকোনা ইত্যাদি জেলার কিছু কিছু কাজে উর্ধ্ব দরে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে যা বাঞ্ছনীয় নহে। বিষয়টি বিভাগীয়ভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, বড় লটের (বেশী সংখ্যক উৎসের লটের) দরপত্রের দর বেশী। সে কারণে ভবিষ্যতে কম সংখ্যক উৎসের লট প্রস্তুত করে দরপত্র আহবান করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

৯) ইউনিয়ন কমিটির কার্যক্রম পুনঃ চালু করলে এবং উৎসের স্থান নির্বাচনে সুচিন্তিত নূতন কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করলে সুফল পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারে।

১০) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের শূন্য পদসমূহ দ্রুত পূরণে ব্যবস্থা নিলে কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে।

১১) প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের মেয়াদকাল বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে প্রকল্পের মেয়াদকাল ১ বৎসর বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বর্ধিত মেয়াদ জুন/২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে কমপক্ষে সমাপ্তিকালের ৩ (তিন) মাস পূর্বে সময় বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় হবে।

১২) প্রকল্পের নলকূপগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভাগীয় মেকানিকগণ নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর বাধ্যতামূলক স্থাপিত নলকূপগুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট দাখিল করবেন এবং সে অনুসারে কর্তৃপক্ষ দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৩) স্থান নির্বাচনে যথেষ্ঠ সতর্ক হলে দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী প্রকল্পটির মাধ্যমে যথেষ্ঠ উপকৃত হবে।

১৪) বিত্তহীন জনগণের পানি প্রাপ্তির সুবিধার্থে টিউবওয়েল স্থাপনে ''কন্ট্রিবিউশন মানি'' ইউনিয়ন পরিষদের থোক বরাদ্দ থেকে পরিশোধ করা যেতে পারে যাতে দরিদ্র জনগণ অর্থ প্রদান ছাড়াই টিউবওয়েল পেতে পারে।

১৫) প্রকৃত গভীরতা মোতাবেক ঠিকাদারের বিল প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। অত্র প্রকল্পে যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিল প্রদানে ধরণের ব্যত্যায় ঘটেছে সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী দায়ী ।

৬। প্রকল্পের নাম : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ (দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম অংশ)
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাঃ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, সড়ক বিভাগ, সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর
প্রকল্প ব্যয়ঃ ৩১৯০২৯.০০ লক্ষ টাকা
সমীক্ষা বাবদ ব্যয়ঃ ৭.৯১ লক্ষ টাকা

সুপারিশঃ

(ক) বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয় সংক্রান্ত:

১. দ্বিতীয় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদকাল ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামনের বরাদ্দকৃত সময়ের মধ্যেই প্রকল্পের বাকী কাজ সম্পাদন করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন হবে। অন্যথায়, আবারও অতিরিক্ত সময় নেয়ার কারণে প্রকল্পের বাজেট বাড়ার সম্ভাবনা থাকবে।

২. ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আরএডিপি বরাদ্দ সামঞ্জস্য রেখে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩. চুক্তি অনুযায়ী ঠিকাদারের বিল যথাসময়ে পরিশোধ না করার কারণে কাজের অগ্রগতিতে যাতে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

(খ) ঠিকাদার এবং পরামর্শক নিয়োগ চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত :

১. দ্বিতীয় সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত মহিপাল ফ্লাইওভার ব্যতীত প্রকল্পের নির্মাণ কাজের সকল কাজের টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মহিপাল ফ্লাইওভারের টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করে ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত করার প্রয়োজন রয়েছে।

(গ) কাজের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

১. প্রকল্পের সড়ক নির্মাণে ঠিকাদারগণ প্রাক্কলিত দরের চেয়ে কম দরে কাজের চুক্তি করে থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাদের উপর নিয়মিত নজরদারি পরিচালনা করে সঠিক সময়ে কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

২. নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সম্পন্ন করার জন্য সিনোহাইড্রো করপোরেশন লিমিটেডকে তাদের সড়ক নির্মাণের ৭টি চুক্তির প্রতিটিতেই সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় জনবল, যন্ত্রপাতি এবং নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩. বি-১ এবং বি-২ চুক্তিদ্বয়ের ঠিকাদারকে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল, যন্ত্রপাতি এবং নির্মাণ সামগ্রী মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করে প্রতিটি সেতু/ফ্লাইওভারের কাজ একই সাথে সমান গুরুত্ব দিয়ে করার জন্য কর্তৃপক্ষের যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে নদী ও সমুদ্রের তীরবর্তী স্থান এবং পাহাড়ী এলাকা থেকে মাটি সংগ্রহের সময় যাতে পরিবেশের উপর বিপর্যয় তুলনামুলকভাবে কম হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

৫. বিদ্যমান সড়কের প্রশস্তকরণে মাঝখানের ৫.০মি. প্রশস্ত মিডিয়ান অংশে পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থাসহ যত দ্রুত সম্ভব মিডিয়ান নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে।

৬. Ship Breaking Industrial Zone এ সব সময় ট্রাফিক জ্যাম লেগে থাকা এবং প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে যানবাহন পার্কিং করা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য উক্ত এলাকায় ট্রাফিক কন্ট্রোলের জন্য সংশ্লিষ্ট মহল থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপ নিতে হবে।

৭. বাইপাসগুলোর সংযোগস্থলসহ অন্যান্য বিদ্যমান বা প্রস্তাবিত জাংশনগুলোর ডিজাইন চূড়ান্ত করে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

৮. বিদ্যমান সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের ডিজাইন চূড়ান্ত করে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯. মাটি/আইএসজি/সাববেজের চলমান কাজে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে নির্মাণাধীন সড়কের মাটি/আইএসজি/সাববেজের যে সকল স্থানে Repair এর প্রয়োজন আছে তা সড়ক নির্মাণের প্রস্তাবিত Specification অনুযায়ী করতে হবে।

(ঘ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

১. বার বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন বা পূর্ণকালীণ দায়িত্বে না থাকায় সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে বিধায় নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার করে সরকারি বিদ্যমান বিধিমালা অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। সেইসাথে প্রকল্পের সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে পূর্ণকালীন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার নিমিত্ত তত্ত্বাবধায়ক পদ মর্যাদার প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

২. মাঠ পর্যায়ে সম্পৃক্ত সকল RHD Officials, Consultants & Contractors সমন্বিত হয়ে কাজের অগ্রগতি/গুণগতমান/কাজের সমস্যাবলি নিয়ে নিয়মিত আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে চলমান কাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া সহজতর হবে।

৩. কাজের গুণগত মান বজায় ও দ্রুত গতিতে কাজ সম্পন্ন করার জন্য চুক্তি নং ২,৩,৫ এবং ৮ এর ঠিকাদারগণের প্রয়োজনীয় নির্মাণ যন্ত্রপাতি (যেমন- Dump Truck, Excavator, Motor Grader, Bulldozer, Vibrating Roller, Asphalt Mixing Plant, Asphalt Pavers, Steel Wheel Roller, Pneumatic Tyre Roller, flat Trailer, Air Compressor, Vibrating Flat Compressor, Diesel Generator etc.) মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় কাজের অগ্রগতির উপর প্রভাব পড়বে।

৪. মাঠ পর্যায়ে চুক্তি নং ৩,৪,৫,৬ ও ৮ এর ঠিকাদারদের কাজের গুণাগুণ বজায় রেখে দ্রুতগতিতে কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর (যেমন- Highway Engineer, Structural Engineer, Material Engineer, Mechanical Engineer, Site Engineer, Contract Manger) নিয়োগ চূড়ান্ত করতে হবে। অন্যথায় চুক্তিগুলির কাজে ধীরগতি ও অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হতে পারে।

৫. চুক্তি নং ১,২,৩,৪,৭ ও ৮ এর জন্য নিয়োজিত কনসালটেন্ট টিম এর মাঠ পর্যায়ের Pavement & Material Engineer-1, Resident Engineer-2 এবং Bridge Engineer-4 এর পদে যোগ্য Engineer এর নিয়োগ চূড়ান্ত করতে হবে।

৭। প্রকল্পের নাম : পাবনা জেলার সুজানগরে উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন ও মৎস্য চাষ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ পানি উন্নয়ন বোর্ড
প্রকল্প ব্যয়ঃ ৩৬১৭১.০০ লক্ষ টাকা
সমীক্ষা বাবদ ব্যয়ঃ ৩.৬৪ লক্ষ টাকা

সুপারিশঃ

(১) ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই প্রকল্প এলাকার Detailed Survey/Contour map প্রণয়ন Soil test, ground water/Surface water availability খালের আকার আকৃতি ও গভীরতা, Gradient, Slope, Scour ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে তার ভিত্তিতে ডিজাইন প্রণয়ন ও তাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্প কাজ শুরু করা সঙ্গত।

(২) নদী পুন:খনন কাজের ক্ষেত্রে খননযোগ্য প্রতি কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের অন্তত ৩-৪টি স্থানে এমন সাইনবোর্ড থাকবে যাতে লিখিত হবে প্রস্তাবিত খনন স্থানের X-section এর গভীরতা, Slope ও অন্যান্য পরিমাপ।

(৩) প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বেই প্রকল্প এলাকায় যাবতীয় Survey, Investigation, study ইত্যাদি চুড়ান্ত করার পর তার উপর ভিত্তি করেই প্রকল্প অন্তর্গত অঙ্গের এস্টিমেট সমষ্টিই সমগ্র প্রকল্পের এস্টিমেট বা প্রকল্প মূল্যায়ন হিসেবে নির্ধারিত/নিরূপিত হওয়া সঙ্গত।

আইএমইডি'র সেক্টরভিত্তিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিন্যাস ও তাদের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সংখ্যা

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মূল প্রকল্প সংখ্যা
	শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর	
১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৩
২	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৮
৩	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১১
৪	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৭৫
৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৭
৬	অর্থ বিভাগ	৩
৭	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৪
৮	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৪
৯	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২
১০	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২৪
১১	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩৬
১২	তথ্য মন্ত্রণালয়	১০
১৩	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৫
১৪	আইন ও বিচার বিভাগ	১
১৫	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	১
১৬	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	৩
১৭	পরিকল্পনা বিভাগ	৯
১৮	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৯
১৯	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	২
২০	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫
২১	সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়	১৪
২২	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৮
২৩	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১২
২৪	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৬
২৫	প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৬
২৬	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	৪
২৭	বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট	১
	উপ: (প্রকল্প সংখ্যা) মোট-	**২৯৩**

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মূল প্রকল্প সংখ্যা
	যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার সেক্টর	
২৮	সড়ক বিভাগ	১২৪
২৯	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৫১
৩০	সেতু বিভাগ	৩
৩১	স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৪৩
	উপ: (প্রকল্প সংখ্যা) মোট-	**৩২১**

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মূল প্রকল্প সংখ্যা
	কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর	
৩২	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩
৩৩	কৃষি মন্ত্রণালয়	৬৩
৩৪	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৫
৩৫	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৫
৩৬	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৬
৩৭	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	১৮
৩৮	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৪৩
৩৯	ভূমি মন্ত্রণালয়	৭
৪০	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২২
৪১	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	১৮
৪২	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৫৪
	উপ: (প্রকল্প সংখ্যা) মোট-	**২৪৪**

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মূল প্রকল্প সংখ্যা
	শিল্প ও শক্তি সেক্টর	
৪৩	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৫
৪৪	বিদ্যুৎ বিভাগ	৫৪
৪৫	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	২৮
৪৬	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩
৪৭	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২১
৪৮	শিল্প মন্ত্রণালয়	২৬
৪৯	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১৩
৫০	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৭
৫১	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৭
৫২	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৯
৫৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৪
৫৪	দুর্নীতি দমন কমিশন	১
	উপ: (প্রকল্প সংখ্যা) মোট-	**১৮৮**
	সর্বমোট: (প্রকল্প সংখ্যা)	**১০৪৬**

বাঃসঃমুঃ-২০১৩/১৪-৫৩৬৯কম(সি-১)—৩০০ বই, ২০১৪।